৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ৯ পৌষ – ১৫ পৌষ, ১৪২৮ ঃ ২৫ ডিসেম্বর – ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 9, 25 December - 31 December, 2021 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পেগাসাস কাণ্ড নিয়ে দেশ জুড়ে বিতর্কের পর তা নিয়ে তদন্ত

করতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে সুপ্রিম কোর্ট। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গঠিত লোকুর কমিশনের তদন্ত এরপর বন্ধ হওয়ার কথা। কিন্তু তা না হওয়ায় কড়া ভর্ৎসনা শুনতে হল রাজ্য সরকারকে। দেওয়া হল তদন্ত স্থগিতের নির্দেশও।

রবিবার : কেন্দ্র ও রাজ্য সব সরকার দাবি করে তারা চাষিদের

পাশে দাঁড়াতে এক পায়ে খাড়া। তা নিয়ে প্রচারেরও খামতি নেই। তবুও ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিকে বাঁচাতে পারল না অকাল বৃষ্টি। দুই চাষির আত্মহত্যার খবর মিলতেই অন্য কারণ দেখিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছে সরকার।

সোমবার : রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায় এবারের

কলকাতা পুরভোট এড়াতে পারল না ছাপ্পা কলঙ্ক। প্রার্থী পেটানো থেকে রক্তপাত বাদ রইল না কিছুই। সমস্ত বিরোধীদল ভোট সন্ত্রাসের অভিযোগ করলেও শাসক দল স্বভাবতই খুশি। রাজ্যের প্রধান বিরোধী বিজেপি ধর্নায় বসেও নড়াতে পারে নি কমিশনের টনক।

মঙ্গলবার: ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণে

লোকসভায় পাশ হয়ে গেল নির্বাচনী আইন সংশোধনী বিল। আর এই সংযোগেই ভূত দেখছে বিরোধীরা। তাদের দাবি এই প্রচেষ্টায় তথ্য সুরক্ষায় ফের প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে সরকারকে। কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি ভুয়ো ভোটার রুখতে এই পদক্ষেপ।

বুধবার: কলকাতার পুর প্রশাসন ফের রইল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে।

১৪৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১৩৪টিতেই জয়ী তারা। তবে এবারের বিরোধী শিবিরে নতুন রেখা। অনেকদিন পর বিজেপির ভোট কমে বেড়েছে বাম ও কংগ্রেসের ভোট। তবে দুজনে একা লড়ে পেয়েছে এই সাফল্য।

বৃহস্পতিবার : ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার সংযুক্তির পর এবার অভিন্ন

ভোটার তালিকা তৈরির উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। যার দ্বারা সম্পন্ন হবে লোকসভা, বিধানসভা, পুরসভা সব নির্বাচন। সিঁদুরে মেঘ দেখছে দেশের বিরোধী দলগুলি। তাদের দাবি আসলে এক দেশ এক ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছে বিজেপি।

শুক্রবার: বীরভূমের দেউচা–পাঁচামি কী ক্রমশ ২০০৯–১০এর

নন্দীগ্রাম হয়ে উঠছে? প্রশ্নটা তুলে দিল শাসক দলের কয়লাখনি সমর্থিত মিছিলে আদিবাসী মহিলাদের বাধাদান। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বাসিন্দাদের আপত্তির কথা শুনেছে প্রশাসন, কিন্তু বোঝাতে পারে নি তারা। এবার চলছে রাজনৈতিক মোকাবিলা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

এত উন্নয়ন, তবু কোথায় গেল এরা!

ওঙ্কার মিত্র : আসছে গঙ্গাসাগর মেলা, আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রস্তুতি শুরু হয়েছে পূর্ণ উদ্যমে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন থেকে জিবিডিএ বা গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ সকলেই নানা চমক দিতে তৈরি। ই-মেলা, ই-স্নান, ই-পুজো তো রয়েছেই, তার সঙ্গে এবারের সম্ভবত বড় চমক স্কিম পার্ক। মন্দিরের পাশে তৈরি এই পার্কে রাজ্যের ম্যাপের সঙ্গে রাজ্য সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের মডেল সাজানো হচ্ছে অতি যত্নে। সবুজ সাথীর সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে পড়ুয়া। কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর সুফল জানাতে থাকবে ছাত্রীর দল। দুয়ারে সরকার থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের প্রচারে সাজানো হবে গোটা পার্কটি। দেখে নিশ্চয়ই খুশি হবেন মুখ্যমন্ত্রী। এত উন্নয়ন দেখে হয়তো অবাকও হবে রাজ্য তথা দেশের লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী। ইউরেকা বলে হয়তো লাফিয়ে উঠবেন সাংবাদিকরাও। শত শত ক্যামেরার ফ্ল্যাশের আলোয় ঝলসে

উঠবে উন্নয়নের ছবি।

কিন্তু এই আলোই কী সব? না, প্রদীপের নিচের অন্ধকারে ভালো করে তাকালে দেখা যাবে সেখান থেকে উঁকি দিচ্ছে মুর্শিদাবাদের হৃদা হেরামপুর হাইস্কুলের ১০০ জন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক, হরিহরপাড়া হাইস্কুলের ৮৮ জন টেস্ট পরীক্ষার্থী যারা পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে কেউ গিয়েছে ভিনরাজ্যে, কেউ শহরে গিয়ে কাজে লেগেছে। বহু ছাত্রী পড়েছে বাল্য বিবাহের কবলে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে পদ্মনাভপুর হাই মাদ্রাসার ভিন রাজ্যে চলে যাওয়া দুই ছাত্র ও নাবালিকা বিবাহে বাধ্য হওয়া ১০ ছাত্রী। গোবরডাঙা হাই মাদ্রাসার ২০–২২ জন ও রানিনগর রাখাল দাসপুর হাই স্কুলের ৫১ জন টেস্ট পরীক্ষার্থীরা কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে উন্নয়নের জঙ্গলে।

শুধু মুর্শিদাবাদ নয় প্রায় সব জেলা থেকেই খবর আসছে অনুপস্থিত ছাত্র ছাত্রীর। মালদহে কমলাবাড়ি হাইস্কুলের ফার্স্ট গার্লও এখন নাবালিকা বিয়ের সূত্রে শ্বশুরবাড়িতে দিন কাটাচ্ছে বাবার অনটন ঘোচাতে। এমনকি তপসিয়ার গোলাম জিলানি খান রোডের পুর স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছোট্ট পড়ুয়া ১২০০ টাকা মাস মাহিনায় জুতো কারখানার শিশুশ্রমিক। সব জেলার উদাহরণ দিতে থাকলে ভরে যাবে পাতার পর পাতা। এরপর পাঁচের পাতায়

আদর্শ নেতার অভাবেই কী গণদেবতারা মুখ ফেরাচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মহা ধুমধামে শেষমেষ হয়ে গেল কলকাতা পুর নির্বাচন। ভোটের দিন কলকাতাবাসী বুথমুখী তোড়জোড় তেমন চোখে পড়েনি। ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে শুরু করে ১৪৪নং ওয়ার্ড পর্যন্ত কিছু কিছু ওয়ার্ডে একেবারেই তথাকথিত লাইন দিয়ে ভোট দেওয়ার চিত্র উঠে আসেনি আমাদের ক্যামেরায়। এছাড়াও ছোটখাটো কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া তেমন কোনও ঘটনা চোখে পড়েনি ১৯ ডিসেম্বর। প্রায় ১৪৭জন ভোটের দিনের গণ্ডগোলের কারণে গ্রেফতার হয়েছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও চিরাচরিত ভাবে বলেছেন সকলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে যদিও বিরোধীদের কথায় এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও পদক্ষেপ চোখে পড়ে নি। কলকাতায় মাত্র ৬৩ শতাংশ ভোট পড়েছে। এর কারণ কি তার বিশ্লেষণে বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন কলকাতার এক শ্রেণির মানুষ ভোট দিতে অনীহা দেখাচ্ছেন। তাদের মতে

নেতাদের শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন। ইদানিং কালে এমন কোনও নেতা নিচু তলা থেকে ওপর তলা অবধি সকলের মন কিনতে পারছেন না সে যে রাজনৈতিক দলেরই হোন না কেন। রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহল বলছে নেতা হওয়ার অযোগ্য লোকেরাই ভাষা সন্ত্রাস থেকে শুরু করে বিভিন্নপদক্ষেপে তাদের সুচারু দৃষ্টিশক্তির অভাব হয়ে পড়ছে। নীতি আদর্শের কাছে হার মানছে সকলেই। রাজনৈতিক মঞ্চও ছিল শুধুমাত্র সমাজ সেবা এবং মানুষের হিতৈষী ভাবনায় পরিপূর্ণ কিন্তু এখন তার পরিবর্তন ঘটেছে। আপামর জনতা বলছেন রাজনৈতিক মঞ্চ এখন পরিণত হয়েছে এক ব্যবসায়িক মতবাদে। অনেকেই এ বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন এমপি এমএলএ–রাও আবার কাউন্সিলর পদের জন্য লড়ছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এমপি এমএলএ–দের সমকক্ষ হয়ে পড়ছে পুর প্রতিনিধির সঙ্গে। হেভি ওয়েট নেতাদের মান কিন্তু এতে অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়। কলকাতার মানুষজন ভোট থেকে দূরে থাকতে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে চলে গিয়েছিল এ বছর। গণতান্ত্রিক উৎসবে কেন গণদেবতারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে এ বিষয়ে কারুর কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

ড্রোনের মাধ্যমে ছড়ানো হবে গঙ্গা জল সাগর মেলায়

কুনাল মালিক: আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলাকে সফল করতে রাজ্য সরকার এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন গত আগস্ট মাস থেকেই তৎপরতা শুরু করেছে। এ বছর গঙ্গাসাগর মেলা আরো ডিজিটাল এবং পরিবেশ বান্ধব হচ্ছে। গত ২৩ ডিসেম্বর আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ডঃ পি উলগানাথন এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। যেখানে উপস্থিত ছিলেন সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা, জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ প্রমুখ।

ছবি: অরুণ লোধ

গত বছর কোভিড পরিস্থিতিতেও গঙ্গাসাগর মেলা প্রায় ১০০ শতাংশ সফল হয়েছে। ফেলে আসা গঙ্গাসাগর মেলার একটা তথ্যচিত্র দিয়ে প্রেস কনফারেন্স শুরু হয়। আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা প্রসঙ্গে জেলাশাসক বলেন, এবারের কোভিড পরিস্থিতি কিছুটা শিথিল আছে, তবুকোভিড প্রটোকশনের ক্ষেত্রে সব ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বাবুঘাট থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত রুটে ইতিমধ্যেই কোভিড ভ্যাকসিন সম্পন্ন হয়েছে। তবুও থার্মাল ব্যানার, স্যানিটাইজার পর্যাপ্ত মাস্ক থাকছে। সন্দেহ হলেই পরীক্ষা হবে। কোভিড হাসপাতালের ব্যবস্থা থাকবে। এয়ার ও ওয়াটার অ্যাম্বুলেন্স থাকছে অসুস্থ তীর্থযাত্রীদের জন্য। অন্যান্য বছরের মত তীর্থযাত্রী ও সাগরমেলায় আগত আধিকারিকদের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার বিমা থাকছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিজেপির ভরাডুবির সম্ভাবনা

রাজ্যের পুর নির্বাচন

কল্যাণ রায়চৌধুরী : সদ্য সমাপ্ত কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে তৃণমূলের আশাতীত বিজয় ফলাফলের পাশাপাশি বিজেপির পরাজয়ের ফলাফল উঠে এল জনসমক্ষে। সার্বিক ফলাফলের নিরিখে দেখা গেল, বিজেপি প্রায় ৯ শতাংশ, বামফ্রন্ট প্রায় ১১ শতাংশ, কংগ্রেস ৪ শতাংশ, নির্দল ৪ শতাংশ ও তৃণমূল প্রায় ৭২ শতাংশ ভোট পেয়েছে। রাজ্যের বিগত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির যে উত্থান দেখা গিয়েছিল, এবং বিগত বিধানসভা নির্বাচনেও বিজেপির যে ভোট মার্জিন ছিল, কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে তা এক কথায় ভরাডুবি হয়। আর প্রায় দেড় দু'মাস পরে রাজ্যের সমস্ত জেলাওয়াড়ি পুর নির্বাচন সঙ্ঘটিত হতে চলেছে। সেক্ষেত্রে বিজেপির ফলাফল কী হতে পারে, এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞমহল সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া এই প্রতিবেদনে তুলে

ধরা হল। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক সজল দে বলল, 'কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনী ফলাফলের নিরিখে বলতে পারি কংগ্রেস লাভবান হয়েছে। কারণ কংগ্রেসের ভোট দুই শতাংশ থেকে বেড়ে চার শতাংশ হয়েছে। দ্বিতীয়ত নতুন নতুন প্রজন্মের ছেলেরা কংগ্রেসে যোগদান করেছে। এভাবে যদি আমরা লড়তে পারি তাহলে আগামী দিনে আমাদের ফল ভাল হবার সম্ভাবনা আছে। আর পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির যে ভোট ভবিষ্যৎ নেই এটা সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছে। এ কারণে যে ভোটগুলো বিজেপিতে চলে গিয়েছিল, সেগুলো আবার তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএমে ফিরে আসছে। ফলে বিজেপির গ্রাফ এখন থেকে ক্রমশ নিম্নগামী হবে। আমার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ এমনই।' সিপিএমের জনৈক সদস্য তথা উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগর–কল্যাণগড় পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান শর্মিষ্ঠা দত্ত বলেন, 'কলকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে একটা বিষয় পরিষ্কার হল, তাতে দেখা যাচ্ছে যে বিজেপির সম্পর্কে মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে। বিজেপিকে মানুষ যে তৃণমূলের বিকল্প হিসেবে ভেবেছিল, তা তারা নয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

ডেকরেটার্সদের নবান্ন অভিযানের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৯ ডিসেম্বর দক্ষিণ শহরতলির চকমানিকে রাধাকৃষ্ণ গার্ডেনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা রুরাল ডেকরেটার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি মহামিলন উৎসবের আয়োজন করেছিল। জেলার ১২টি ইউনিট থেকে প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধি এই উৎসবে যোগদান করেন। সংগঠনের দক্ষ সম্পাদক অশোককুমার মিত্র বলেন, আগামী বছর তালদিতে আমাদের সম্মেলন হবে। এবার অন্য কেউ দায়িত্ব নিক, আমি অব্যাহতি চাই। তবে জেলার একটি কার্যালয় তিনি করে যাবেন। কিন্তু উপস্থিত প্রতিনিধিরা জানান, তারা অশোক বাবুকেই আবার সম্পাদক পদে চান। সংগঠনের সভাপতি ভবসিন্ধু নস্কর বলেন, গত দুবছর কোভিড কালে আমরা দারুণ সমস্যায় পড়েছি। প্রতি নিয়ত বাঁধাপ্রাপ্ত হয়েছি। রাজ্য সরকারের কাছে বারবার আমাদের নানা সমস্যার কথা জানিয়েছি, কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি।

এরপর পাঁচের পাতায়

অবৈধ দখলের অভিযোগে ধর্না

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ ডিসেম্বর আলিপুর সাব ডিভিশনের অন্তর্গত বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে দুপুর বেলায় চক শুকদেবপুর গ্রামের সুজাতা মণ্ডলের গোটা পরিবার প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে ধর্নায় বসেন। সুজাতা মণ্ডলের ছেলে চন্দন মণ্ডল অভিযোগ করেন পঞ্চায়েত সদস্য নিজামুদ্দিন সেখ এবং প্রধানের স্বামী চিত্তরঞ্জন ঘোষ অবৈধভাবে তাদের বৈধ জমি দকল করে অন্য একটি পরিবারকে বাংলা আবাস যোজনার ঘর করে দিচ্ছে। চার বছর ধরে এই নিয়ে বিবাদ

চলছে। তারা বারবার পঞ্চায়েত–বিডিও সাংসদের দপ্তরে গেছেন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। চন্দনবাবুর অভিযোগ বিষ্ণুপুর–২ ব্লকের বিডিও ফলস রিপোর্ট দিয়েছেন। তারা আর টি আইনের মাধ্যমে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

এরপর পাঁচের পাতায়

হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে অভিনব কৌশলে ছিনতাই

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: ভিড়ে ঠাসা লোকাল ট্রেনে এক নতুন পদ্ধতিতে ছিনতাইয়ের পথে নেমেছে একদল ছিনতাইকারী। এরা মূলত ভিড়ে ঠাসা ট্রেনের গেটে দাঁড়িয়ে গেটের মুখটা অবরুদ্ধ করে দেয়। এবং তাঁর পরে মহিলাদের হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে হাতটা অবশ করে দিয়ে ব্যাগ ছিনতাই করছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ছিনতাইকারীরা এই কাজটা হাসিল করে ফেলছে। সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে ট্রেনে যাতায়াতকারী যাত্রীরা। সেরকমই এক ঘটনার সাক্ষী থাকলো শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার লক্ষ্মীকান্তপুর–নামখানা লোকালের পূর্ণিমা মন্ডল নামে মথুরাপুর থানার লক্ষ্মী নারায়ণপুরের এক যাত্রী। জানা যায়, সোমবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ভিড়ে ঠাসা ডাউন নামখানা লোকালে দক্ষিণ বারাসত থেকে ওঠেন পূর্ণিমা মন্ডল নামে এক মহিলা যাত্রী মথুরাপুর রোড স্টেশনে নামবে বলে। ট্রেনটি বহড়ু স্টেশন ছাড়ার পরেই গেটে থাকা অবস্থায় তাঁর হাতে ছুঁচ ফুটিয়ে হাতে থাকা ব্যাগটি ছিনতাই করে ছিনতাইকারীরা। তিনি চিৎকার করে উঠলে কিছু বোঝার আগেই ছিনতাইকারীরা বেগতিক সুবিধা না দেখে ট্রেন থেকে ছিনতাই করা ব্যাগটি ফেলে দেয়।

এরপর সোমবার রাতে কাকা পাড়া রেল গেট থেকে স্থানীয় মোবা লস্কর নামে এক ব্যক্তি ব্যাগটি হাতে পেয়ে তাঁর ভেতর থাকা সোনার গহনা, নগদ কয়েক

হাজার টাকা, ওষুধ ও একটি মোবাইল দেখতে পান। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্যাগটি নিয়ে জয়নগর থানায় চলে আসেন এবং জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরার হাতে তুলে দিয়ে নিজের মহৎ গুণের পরিচয় রাখেন।

সোমবার রাতেই জয়নগর থানার পুলিশ সন্ধান লাগিয়ে ওই ব্যাগের মালিকের খোঁজ পান। তাকে মঙ্গলবার জয়নগর থানায় আসতে বলা হয়। সেই মতো মঙ্গলবার বেলায় পূর্ণিমা মণ্ডল জয়নগর থানায় এসে তাঁর ছিনতাই হওয়া ব্যাগটি পুনরুদ্ধার করেন।

তিনি এদিন বলেন,আমি সোমবার দক্ষিণ বারাসতে ডাক্তার দেখিয়ে ফিরছিলাম। আর ট্রেনের ভেতর এই ঘটনা ঘটেছে। একজন ভালো মানুষের জন্য আমার সব কিছু এত সহজে পেয়ে গেলাম। ব্যাগের ভেতর আমার সোনার গহনা, নগদ কয়েক হাজার টাকা, ওষুধ, মোবাইল ও কিছু কাগজপত্র ছিল। তবে সব কিছু ঠিক আছে। এর জন্য উদ্ধারকারী মানুষটি ও জয়নগর থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই।

লোকাল ট্রেন এই অভিনব কৌশলে ছিনতাইকারীদের খুব শীঘ্রই শনাক্ত করার আশ্বাস দিলেন বারুইপুর জি আর পির ওসি অর্ণব দও। তবে ট্রেনের যাত্রীদের এই ছিনতাইকারীদের থেকে সজাগ থাকার কথাও তিনি বলেন।

নতুন বছরের আগে শেয়ার বাজারের নতুন সাজ

পার্থসারথি গুহ

নতুন বছরের আসার আগেই নিফটি ১৯ হাজারের দৌড় দিয়েছিল। যদিও এই জায়গাতেই বেশ বড় চ্যালেঞ্জ বা রেজিস্ট্যান্সের মুখোমুখি হচ্ছে নিফটি মহারাজকে। অনুরূপভাবে সেনসেক্স বাবুও তার কিছু কড়া অনুশাসনের বাউন্ডারির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন কথা হল আগামী ৩–৪ মাস কিছু দেশের রাজনীতির অস্থিরতা তুর্কীনাচন নাচাবে সূচকজোরকে? নাকি নতুন কোনও অধ্যায় চালু হবে । রাজনীতি বরাবরই ভারতের মতো দেশে ভালো প্রভাব ফেলে থাকে। অনেকসময় অর্থনীতির জিয়নকাঠিতে ফেলে মাপার চেষ্টা হয় রাজনৈতিক পটভূমিকে। তাতে দেখা যায় ভালো নম্বর পাচ্ছে কিছু অচলাবস্থা বা অস্থিরতা। যথারীতি রাজনীতির আবর্তে জন্ম হয় এসব ঘূর্ণাবর্তার। পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা শেপ নিতে শুরু করে।

এই মুহূর্তে ভারতবাসী দাঁড়িয়ে আরও একটি বড় ভোটের সামনে। এবারের নির্বাচন আর পাঁচবারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঠিকই। কিন্তু, ভারতের অর্থনীতি এখন যে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাতে খুব খারাপ কিছু হওয়ার আশঙ্কা করছেন না বিশেষজ্ঞরা। বড়জোর রাজনীতির চাপানউতোরের ঠেলায় ফের ভারতীয় সূচকগুলি একটা ভালো রকমের কারেকশন সেরে নিতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো সূচক নানা সময়ই নানাভাবে সংশোধনীর সম্মুখীন হয়েছে। তা বলে তার চালিকাশক্তি সে হারিয়ে ফেলে তা কিন্তু নয় মোটেই। বরং একেকটি কারেকশন নতুন করে উজ্জীবিত করে তোলে শেয়ার বাজারকে। সেরকমই একটা কিছু ধরে নিতে হবে আগামী ৩–৪ মাসের বাজারের অবস্থাকে। কারেকশন বড় আকারে হলেও এই উচ্চতা থেকে ২০–২৫ শতাংশের বেশি নিচে সূচককে কখনই দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে হোক কারেকশন। তাতে ভালো কিছু শেয়ারে অবস্থান নেওয়ার সুযোগ এসে যাবে 'পড়ে পাওয়া চৌদ্দআনা'র মতো।

গত ৫ বছরে ভারতের অর্থবাজার যে কারেকশন সম্পন্ন করেছে তাতে নিচের দিকে ৮–৯ হাজার পর্যন্ত আসতে দেখা গিয়েছে নিফটিকে। সেনসেক্সও ওই ২০ হাজারের

কাছ থেকে সাপোর্ট নিয়েছে। ব্যাঙ্ক নিফটি, আইটি ও ফার্মা সূচকও কারেকশনের মধ্যে দিয়ে আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। ওষুধ সেক্টর তো শুধু এমনি কারেকশন করেই ক্ষান্ত থাকেনি। তার কারেকশন পর্ব ছিল টাইম ওয়াইজ বা অন্তর্বর্তীকালীন। এই কারেকশন বন্ধনীতে প্রায় বছর দুয়েকের বেশি গুজরান করতে দেখা গিয়েছে ফার্মা সূচককে। আর এই রাজনীতির সাপলুডোর ছকে যখন ভারতের অর্থবাজার আবর্তিত হবে তখন সেও ওষুধের ওপর বাজি ধরতে দেখা যাচ্ছে বাজার বিশেষজ্ঞদের। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো ওষুধ সেক্টরের মতো না হলেও ভারতীয় লগ্নিকারীদের অত্যন্ত পছন্দের মিডক্যাপেও কারেকশন নামক গ্রহণ ঘনিয়ে এসেছিল বেশ ভালোমতোই। সেই জায়গাটাই আবার যেন মেরামত হতে চলেছে। আর লোকসভা নির্বাচনের ডামাডোলের কথা ভেবেও ফার্মা ও মিডক্যাপকে এই বছরের অন্যতম সেরা থিম বলে অভিহিত করছেন শেয়ার তার্কিকরা। মিডক্যাপের ক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য, ২০১৭ তে যে কাজ শুরু হয়েছিল জোরালোভাবে সেই বুল রানেই লাগাম পরে ছিল গত প্রায় ১ বছর। সেই চাকাই এবার ফের ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশাবাদী পণ্ডিতরা।

মিডক্যাপ ও ফার্মা ছাড়াও ডলার চাঙ্গা থাকায় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রেও এই বছর বুল হাওয়া জারি থাকার ওপর বাজি ধরছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। অর্থবাজারের ইতিহাস বলছে প্রতিটি সংশোধনের পর সূচক আরও পুষ্ট হয়। নতুন করে শক্তি লাভ করে ওপর দিকে চলার ব্যাপারে। আসলে প্রচণ্ড দাবদাহের পর এক পশলা বৃষ্টি যেমন চাতকের পরিতৃপ্তি মেটায় ঠিক তেমনই ব্যাপক বেড়ে যাওয়া বাজারকে লাগাম পরায় এক–একটি কারেকশন। আর এই কারেকশন আসেও নানা ফেজে নানা ভাবে। তাতে মূলত বাজার উপকৃতই হয়। কাছাকাছি কিছু উদাহরণ তুলে ধরলে ব্যাপারটা আরও পরিস্কার হবে। ২০১৬ তে দীর্ঘ কারেকশনের পর নিফটি থিতু হয়েছিল ৭ হাজারের ঘরে। এই কারেকশনের পর যে পরিমাণ পুষ্টি বাজার লাভ করে তার ফলস্বরূপ ৬০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পায় বাজার। এটা যে কতটা শক্তি জুগিয়েছিল বাজারকে তা বেশ বোঝা যায়। তারপরগত ২০১৮–র জানুয়ারি থেকে সংশোধনী নেমে এসেছে তা ঠিক একইভাবে সমৃদ্ধ করল অর্থবাজারকে। প্রসঙ্গত, এই কারেকশনের হাত ধরে ১০–১২ শতাংশ নিচে আসে উভয় সূচকই। এর ফলে বাজার সমতা বা ব্যালান্স লাভ করে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৫ ডিসেম্বর – ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১

মেষ : আপনার পরিপূর্ণ কাজের মধ্যে বুদ্ধি ও দায়িত্বের পরিচয় পাওয়া যাবে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সময়টি শুভ। বন্ধুদের সাহায্য পাবেন। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ লক্ষিত হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মনের মতো ফল পাবেন না।

বৃষ : প্রচণ্ড মাথা গরম হবে কিন্তু আপনাকে সংযত হতে হবে। অতিরিক্ত রাগ জেদের জন্য বুদ্ধির ভুল হয়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি এবং ভ্রমণযোগ রয়েছে।

মিথুন : পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলার চেষ্টা করুন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন।

কর্কট : কর্মস্থলে সতর্কের সঙ্গে চলতে হবে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে এগিয়ে না যাওয়াই ভালো। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। অতিরিক্ত খরচের জন্য সঞ্চয়ে বাধা। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থ আনয়নে বাধা আসবে।

সিংহ : বর্তমান সময়টি আপনার পক্ষে শুভ নয়। অকারণে বিরোধ–বিতর্ক লেগেই থাকবে। আত্মীয়–স্বজনদের এড়িয়ে চলুন। চাকরিতে পদোন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। প্রতারণার যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভ হলেও সাবধানে থাকবেন।

কন্যা : বিবিধ সমস্যা থাকলেও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। কোনরকম দায়িত্বের ঝুঁকি নেবেন না। গৃহে মাঝে মধ্যে কলহ–বিবাদ লেগে থাকবে, মায়ের শরীর ভালো থাকবে না। জমি–জমা ও ঘর–বাড়ি নিয়ে পূর্বের ঝামেলার অবসান হবে। শিক্ষায় ফল ভালো হবে।

তুলা : বেকারত্বের অবসান হবে। দৈব–দুর্ঘটনা ও রক্তপাতের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না, পতি–পত্নীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেবে। জল থেকে সাবধান থাকবেন। পিতার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

বৃশ্চিক : সাবধানে চলাফেরা করবেন। রক্তপাতের যোগ রয়েছে। অন্যের সঙ্গে কথা বলবেন খুব চিন্তা করে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন, ভাই বোনদের থেকে সাহায্য পাবেন। বাধার মধ্যেও শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে।

ধনু : পাকাশয়ের পীড়ায় ও ফুসফুস সংক্রান্ত রোগে কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় মনের মতো ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে সমস্যা থাকলেও আপনি আর্থিক উন্নতি করতে পারবেন।

মকর : মনের সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করুন। ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে হবে। সামান্য কারণেই মতবিরোধ দেখা দেবে। দায়িত্বপূর্ণ কাজগুলিতে উপযাচক হয়ে এগিয়ে যাবেন না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যা দেখা দেবে। লেখাপড়ায় আশানুরূপ ফল পাবেন না।

কুম্ভ : ভাই–বোনের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি ও ঝামেলা–ঝঞ্ঝাট মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে খুব বেশি ভালো ফল পাবেন না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন ভাবে এখন কিছু না করাই উচিত। ব্যবসা–বাণিজ্যে কিঞ্চিত লাভযোগ রয়েছে।

মীন : ক্রোধকে সংযত করুন। নতুন বন্ধু লাভের যোগ রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যা আসবে। আধ্যাত্মিকতায় বিশেষ উন্নতি হবে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। সন্তান বিষয়ে সুখ ও আনন্দ লাভ।

মহিলাদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ময়নাগুড়ি : শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এর উদ্যোগে মহিলাদের আত্মরক্ষার জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবির এর আয়োজন করা হয়েছিল। প্রশিক্ষণ শিবিরে শুরু হয়েছিল ১১ ডিসেম্বর থেকে, এই প্রশিক্ষণ শিবির আজ শেষ হলো। মোট ১০০ জন ছাত্রী এবং অনেক মহিলা এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা জানান এই প্রশিক্ষণ শিবির খুব দ্রুত পর্যায় শুরু হবে। মহিলাদের আত্মরক্ষার জন্য শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এর উদ্যোগে এই পদক্ষেপ যথেষ্ট প্রশংসনীয় বলে বিভিন্ন মহল থেকে জানানো হয়েছে।

ক্রেডিট কার্ড প্রতারণার ফাঁদে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রেডিট কার্ড প্রতারণার ফাঁদে শিলিগুড়ি হাকিম পাড়ার বাসিন্দা মিঠুন পাল। তিনি যোগা শিক্ষক বলে জানা গিয়েছে।

তিনি জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরেই একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে বারে বারে তাকে ফোন করা হচ্ছিল ক্রেডিট কার্ড নেওয়ার জন্য। শুধু তাই নয় বিভিন্ন উপহার এর প্রলোভন দেওয়া হয় তাকে। এরপর তিনি প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে ক্রেডিট কার্ডের জন্য আবেদন করেন। যথারীতি তার বাড়িতে ক্রেডিট কার্ড চলে আসে।

তিনি আরো জানিয়েছেন, প্ল্যাটিনাম কার্ডের জন্য আবেদন না করলেও তাকে প্ল্যাটিনাম কার্ড পাঠানো হয়। এরপর তাকে ফোন করে তার কাছ থেকে কার্ডের নম্বর , নাম ঠিকানা সব জানতে চাওয়া হয়। এছাড়া আরও বলা হয় ভুলবশত কার্ডটি চলে গিয়েছে অবশ্যই পাল্টে দেওয়া হবে। এরপর তিনি যাবতীয় তথ্য ফোনে জানিয়ে দেন। তারপর তার মোবাইলে ওটিপি যায়, সেই ওটিপি তিনি জানানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই এক লক্ষ টাকা উধাও হয়ে যায় তার ক্রেডিট কার্ড থেকে। এই ঘটনাটি ঘটে ১৬ ডিসেম্বর, সে দিন ব্যাংক বন্ধ ছিল। তাই সেদিন তিনি কিছু জানাতে পারেননি ব্যাংকে। এর পরে তিনি ব্যাংকে জানালে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানায় তাদের কিছু করার নেই ।

এরপর তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন প্রতারণায় তাকে ফাঁসানো হয়েছে। এরপর তিনি সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হন। সাইবার ক্রাইম থানায় তিনি এই বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন ।

শিরোনামে এখন বাদাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাঁচা বাদামের পর এবার ক্রেতা টানতে ভাজা বাদাম নিয়ে গান জলপাইগুড়িতে। বাদাম বিক্রি বাড়াতে ভুবন বাদ্যকরের আদলেই গান গেয়ে বাদাম বিক্রি, যা শুনেই বাদামের বিক্রি দশগুণ বেড়ে গেছে বলে দাবি এক বাদাম বিক্রেতার। বীরভূমের ভুবন বাদাকারের বাদাম বিক্রেতার জনপ্রিয়তার গানের পর জলপাইগুড়ি শহরেও বাড়ছে বাদাম বিক্রেতাদের কদর। অন্যান্য দিনের মত এদিন সকালেও জলপাইগুড়িতে দেখা গেল গান গেয়ে বাদাম বিক্রি করছেন এক বাদাম বিক্রেতা। ভুবন বাদ্যকারের কাচা বাদামের গান ভাইরাল হয়ে তার বাদাম শত গুণে বিক্রি হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এবার সেই পথেই নামছেন জলপাইগুড়ির এক বাদাম বিক্রেতা। তবে কাচা বাদামের গান না গিয়ে তিনি ভাজা বাদামের গান শুরু করে বিক্রি করছেন বাদাম। ফলে তার দোকানেও বিক্রি অনেকটাই বেশি শুরু হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। সেই বাদাম বিক্রেতা হলেন গুরুপদ সরকার। বাড়ি ধাপগঞ্জে। তিনি বলেন অভিনবভাবে বাদাম বিক্রির নতুন কৌশলে বাদাম ভালোই বিক্রি শুরু হয়েছে। তবে আমি কাঁচা বাদামের গান না গেয়ে নিজের তৈরি পাকা বাদামের গান গাইছি। যদিও জলপাইগুড়ি শহরের অন্য সব বাদাম বিক্রেতারা কিন্তু অভিনব কিছু চিন্তা না করেই পুরনো রীতিতেই বিক্রি করছেন বাদাম।

চার দফা দাবিকে সামনে রেখে পথসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ময়নাগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর ঃ যাত্রী প্রতীক্ষালয় সহ চার দফা দাবিকে সামনে রেখে পথসভা করলেন রামশাই অঞ্চল নাগরিক মঞ্চ। রবিবার ময়নাগুড়ির পানবাড়িতে এই পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জানা গেছে, ইতিমধ্যেই ময়নাগুড়ি থেকে রামশাই পূর্ত দফতরের পক্ষ থেকে রাস্তা সম্প্রসারণ করার কাজ শুরু হয়েছে। সেই রাস্তা সম্প্রসারণ এর জন্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দোকান ভাঙা সহ কাজ শুরু করা হয়েছে। কিন্তু পানবাড়ি বাজারে থাকা যাত্রী প্রতীক্ষালয়টিও ভেঙে দেওয়া হবে জানান নাগরিক মঞ্চ। তাদের অভিযোগ, যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের পিছনে পূর্ত দফতরের জায়গা থাকলেও সেটি বেদখল করে ঘর তৈরি হয়েছে। তাই তারা যদি প্রতীক্ষালয় ভাঙা হয় তবে তারা সেই জমিও পুনরুদ্ধার করার দাবি জানিয়েছেন। এমনকি ময়নাগুড়ি রেল গেট এর সমস্যাও তুলে ধরেন এদিন। তারা জানান, ময়নাগুড়ি রেলগেট আন্ডার পাসের কারণে বড় গাড়ি ঢুকতে পারে না পানবাড়ি বা রামশাই এলাকায়। এই অবস্থায় এই এলাকায় বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেল অনেক ঘুরপথে আসতে হয়। তাই সেটির সংস্কারেরও দাবি জানান তারা।

দূর হতে চলেছে পানীয় জলের সমস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডুয়ার্সের চা শ্রমিক মহল্লাগুলিতে জল সমস্যা বহুদিনের। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নিজস্ব উদ্যোগে বেশকিছু চা বাগান এলাকায় জল প্রকল্পের উদ্যোগ নিয়েছে। এবার মাল ব্লকের মীন গ্লাস চা বাগানে এক কোটি বিরাশি লক্ষ চার হাজার তিনশো বাইশ টাকার জল প্রকল্পের কাজের সূচনা করা হল। বাগানের কারখানা লাইনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাজের সূচনা করা হয়।

শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, এই জল প্রকল্পের কাজ ছয় মাসের মধ্যে শেষ করা হবে। বাগানের ৫৫০টি পরিবারের ২৭৫০ জন বাসিন্দা প্রকল্পের আওতায় আসবে। অনুষ্ঠানে রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ এবং আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক বলেন, সর্বত্রই জল সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আমরা বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে চা বাগান এলাকায় জল সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সেই মোতাবেকই কাজ করা হচ্ছে। জল প্রকল্পের বিদ্যুতের অর্থ যাতে শ্রমিক বাসিন্দাদের বহন করতে না হয় তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । এছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর জলস্বপ্ন প্রকল্প নিয়েও কাজ চলছে। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, আমরা চা বাগানে জল সমস্যা সম্পর্কে অবগত। এখানে জলস্তর অনেকটাই নীচ দিয়ে প্রবাহিত। আমরা তাই গুরুত্বসহকারে বাগানগুলোতে জল সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছি। মাল ব্লকের কুমলাই চা বাগানে ইতিমধ্যে জল প্রকল্প করা হয়েছে। রাঙ্গামাটি চা বাগান প্রকল্প হয়েছে। এবার মীন গ্লাস চা বাগানেও জল প্রকল্প কাজ হল। আমরা জনগণের সমস্যার সমাধান করতে চাই।

পাচারের আগে উদ্ধার গরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : পাচারের আগে উদ্ধার চল্লিশটি গরুসহ দুটি ট্রাক । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি এনজিপি থানার পুলিশ মঙ্গলবার রাতে ফুলবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪০টি গরু উদ্ধার করে। এছাড়া দুটি ট্রাক আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপারা থেকে গরু সমেত দুটি ট্রাক বাংলাদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল গরুগুলি বাংলাদেশে পাচার করার।

কিন্তু পুলিশের কাছে আগেই খবর চলে আসে। মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ি এনজিপি থানার পুলিশ ফুলবাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাচারের আগে ৪০টি গরু উদ্ধার করে এছাড়া দুজনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হওয়া দুই ব্যক্তিকে আজ জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

নাম পরিবর্তন

আমি সহেলী জিনাত পিতা রসিদুল মোল্লা, ইংরাজি ১৭/১১/২০২১ তারিখে, ফাস্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর, দ্বারা এফিডেভিট বলে ও ইংরাজি ০৯/১২/২০১৯ তারিখে Govt of National Capital Territory of Delhi, Certificate no–IN–DL93679979065647R, কর্তৃক সহেলী জিনাত হইতে সম্রাট মোল্লা পিতা রসিদুল মোল্লা হইলাম, ও স্ত্রী লিঙ্গ থেকে পুং লিঙ্গ হইলাম।

ট্রাফিক ব্যবস্থাকে জোরদার করতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের উদ্যোগে সিটি সেন্টারে নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করা হলো আজ। বৃহস্পতিবার সকালে এই নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এর একাধিক উচ্চপদস্থ কর্তারা। মূলত শিলিগুড়ি ট্রাফিক ব্যবস্থা কে মজবুত করতে এবং শহরে ঢোকার মুখে যানজট আটকাতে এই নতুন

কার্যালয় উদ্বোধন করা হয়। এই নতুন কার্যালয় থেকে শিলিগুড়ি শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থার উপর যাবতীয় নজর রাখা হবে।

সকালে শিশুদের শিক্ষাদানেই দিন শুরু হয় মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের

দেবাশিস রায় : 'শিক্ষাদানে পূণ্য লাভ...।' এই আপ্তবাক্যটিকে সঙ্গে নিয়েই দিন শুরু হয় রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথের। সকালে শিশুদের শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে থাকে তাঁর ও জনপ্রতিনিধিত্বের নানান পাঠ। রাজ্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হয়েও চরম ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে কোমলমতি শিশুদের শিক্ষাদানে তিনি যে নজির সৃষ্টি করেছেন তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জনপ্রতিনিধিদের কাছে নিঃসন্দেহে শিক্ষনীয়।

পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন দেবনাথ নিজের এলাকায় বগপুর পঞ্চায়েতের দামোদর পাড়ায় প্রায় কুড়ি বছর আগে একটি অনাথ ও বৃদ্ধাশ্রম তথা সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি সেসময় বিধায়ক পদে নির্বাচিত হননি। সরকারিভাবে কোনও ক্ষমতা ভোগ না করেও যে নানাভাবে মানুষের পাশে থেকে সমাজের জন্য কাজ করা যায় সেটা স্বপন দেবনাথ প্রতি পদে পদে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেই নানা জনসেবামূলক কাজকর্মের অন্যতম পীঠস্থানই হল দামোদর পাড়ায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনাথ ও বৃদ্ধাশ্রম। স্বপন দেবনাথ এখানে শিশু ও প্রবীণ মিলিয়ে অর্ধ শতাধিক মানুষের প্রতিনিয়ত সুখ–দুঃখকে ভাগ করে নিয়ে চলেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দামোদর পাড়ায় প্রায় দু' বিঘা জমির ওপরে গড়ে উঠেছে এই সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। অনাথ ও বৃদ্ধাশ্রমের সুবিশাল অসংখ্য আমগাছের ছায়া সুনিবিড়। প্রাঙ্গনে প্রত্যহ সকালে

কোমলমতি শিশুদের পাঠদানের কাজ চলে। নিজের শত ব্যস্ততার মধ্যে যেদিন ফুরসত মেলে সেদিনই মন্ত্রীর পরম শান্তির ঠিকানা হয়ে ওঠে নিজের তৈরি এই সেবা প্রতিষ্ঠানটি। এখানে নিশিযাপন থেকে শুরু করে সকলের সঙ্গে এক চাটাইয়ে বসে পাত পেড়ে খাওয়ার পাশাপাশি সাতসকালে শিশুদের শিক্ষাদানে পরম তৃপ্তি লাভ করেন এলাকার ভূমিপুত্র স্বপন দেবনাথ। শীতের এক সকালেও মন্ত্রীকে দেখা গেল শিক্ষকের ভূমিকায়। তিনি পরম মমতায় শিশুদের সামনে বসে পাঠদান করার পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের নানাবিধ অভাব অভিযোগের কথা শুনে চলেছেন। জনসেবা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সবমিলিয়ে বহুমুখী ক্ষেত্রে একজন জনদরদী জনপ্রতিনিধি রূপে যেভাবে স্বপন দেবনাথ ছাপ রেখে চলেছেন তা নিয়ে এলাকাবাসী বাস্তবিকই গর্ববোধ করে থাকেন।

মানুষের মতো কথা বলা আজব পাখি

মলয় সুর: একটা পোষা চন্দনা পাখিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে খাঁচার বাইরে এমনভাবে রেখে দেওয়া যায় না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পৃথিবীতে পাখির অস্তিত্ব আছে সে ডানা মেলে উড়বে বলেই। কিন্তু খাঁচার পাখিকে একবার উড়তে দিলেই তো সে আর ফিরে আসবে না খাঁচায়। এরকম অবিশ্বাস্য ঘটনা, ভদ্রেশ্বর স্টেশন রোডে কেজি আর এস পথের একটি বাড়িতে প্রায় দু'বছর বয়সের চন্দনা পাখিটি একেবারে পরিস্কার মানুষকে নকল করে কথা বলছে। অচেনা কেউ বাড়ির গেট খুললেই কে, কে চিৎকার করতে থাকে। এরপর মা, কাকু, রিম্পা, বুবাই শাঁখারি ডাক তার মুখে শোনা যায়। বাড়ির মালকিন কল্পনা কপাট জানান, ভোরবেলা শিস দিয়ে বিছানা ছেড়ে সকলকে উঠায়। সকালে তার চা

বিস্কুট খেয়ে দিন শুরু হয়। নিজেই স্নান করে দুপুরে মাছ, মাংস, ডিম ভাত খায়। রাত্রে বিছানায় ঘুমায়। বাড়ির মেয়ের রিম্পা কপাট একেবারে ছোট অবস্থায় থাকাকালীন ভদ্রেশ্বর রেললাইনের ধারে আধমরা অবস্থায় পড়ে ছিল। সেখান থেকে তুলে যত্ন সহকারে পরিচর্যা করে বাঁচিয়ে তোলে। পুরো বাড়িতে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। রিম্পার সঙ্গে তার বন্ধন এবং সম্পর্ক দৃঢ় রয়েছে। ওয়াইল্ড লাইফ ডিভিশনের পক্ষী বিশারদ বলছেন, এরকম পাখি বিরল সহজে দেখা যায় না। সবচেয়ে বড় কথা হলো পোষ্যটিকে যতটা সম্ভব বেশি প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকতে দেওয়া।

যুবক খুন, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রকাশ্য রাস্তায় ফেলে এক যুবককে ইট দিয়ে থেঁতলে খুন করলো একদল দুষ্কৃতী। মৃতের নাম প্রদীপ হালদার (৪৫)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকালে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীমন্দির এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বুধবার বিকালে বাড়ির কাছে রাস্তায় যখন বেরিয়ে ছিলেন ওই যুবক সেই সময়ে স্থানীয় ৬/৭ জন আচমকাই তার ওপর হামলা চালায় এবং প্রকাশ্যেই ইঁট দিয়ে মাথা থেঁতলে খুন করে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন সেখানে ছুটে আসে। এদিকে ক্যানিং থানার পুলিশ বাহিনীও দ্রুত এলাকায় যায়। সেখান থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। সেই সাথে খুনিদের ধরতে এলাকায় তল্লাশি শুরু করেছে। পাশাপাশি দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মৃতের পরিবারের দাবি পুরোনো শত্রুতার জেরে এই খুনের ঘটনা ঘটতে পারে। প্রকাশ্যে এই খুনের ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুরোনো কোনও খুনের জেরে বদলা হিসাবে এই খুন কিনা তা জানতে তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার সকালে আবারও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। কয়েকটি বাড়ি ঘর আগুনে পুড়ে যায়। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন আয়ত্বে আনে। ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

রাজমিস্ত্রিকে গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পেশায় এক রাজমিস্ত্রীকে গুলি করে খুন করলো দুষ্কৃতীরা। মৃতের নাম ভুবন মন্ডল (২৯)। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে বাসন্তী থানার অন্তর্গত উত্তর মোকামবেড়িয়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে পেশায় রাজমিস্ত্রী ভুবন মন্ডল এদিন বাড়ি থেকে মোটর বাইক নিয়ে বেরিয়েছিলেন ফুলমালঞ্চ গ্রামের শ্বশুর বাড়িতে। সেখান থেকে নিজের শ্যালককে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়ানোর জন্য বাইক এ করে নিয়ে আসতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও ভুবন বাড়িতে না ফেরায় চিন্তায় পড়ে পরিবারের লোকজন। তাকে ফোন করেন। কিন্তু ফোনেও যোগাযোগ না হওয়ায় শুরু করেন খোঁজখবর। এরপর পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি করতে শুরু করলে দেখা যায় গ্রামের নির্জন রাস্তার ধারে তার রক্তাক্ত মৃতদেহটি পড়ে রয়েছে। তার কপালে ক্ষত চিহ্নও ছিল। কিন্তু মৃতদেহের সাথে ছিল না তার মোটর বাইকটি। এদিকে এই খবর পাওয়ার পরই বাসন্তী থানার আইসি আব্দুর রবের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠানোর জন্য। পরিবারের অনুমান যে, তাকে খুন করে রাস্তার ধারে ফেলে রাখার পর মোটর বাইকটি নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। কী কারণে রাজমিস্ত্রিকে খুন করা হল তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরী হয়েছে পরিবার পরিজনেদের মধ্যে। এদিকে এই মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ, অপরদিকে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রাজমিস্ত্রীর পরিবারে।

বাঘের আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: মৈপিঠের পর এবার কুলতলিতে বাঘের আতঙ্ক। বৃহস্পতিবার সকালে কুলতলির গোপালগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের গায়েনের চক এলাকায় জঙ্গল সংলগ্ন নদীর চড়ে বাঘের পায়ের ছাপ দেখে আতঙ্ক ছড়ায়। এদিন মৎসজীবী দুই মহিলা নদীতে কাঁকড়া শিকারে গিয়ে জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় বাঘ দেখতে পায়, আতঙ্ক তাদের চেপে বসে চিৎকার করে ওঠে জীবন বাঁচানোর জন্য। ওই এলাকাতেই আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল অন্য মৎস্যজীবীরা। চিৎকার শুনে লাঠি, নৌকার বৈঠা নিয়ে তাঁরা যায় ওই দুই মহিলার কাছে, তাঁদেরকে উদ্ধার করে গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে আনা হয়। খবর পেয়ে বনদপ্তর এলাকায় গিয়ে তল্লাশি চালায়। তবে মানুষের মনে বাঘের আতঙ্ক কাটছে না।

ডাকাতির আগেই ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার পুলিশের সাফল্য সামনে এলো। এবার ডাকাতির আগেই ডাকাতির কাজে ব্যবহারযোগ্য একাধিক যন্ত্রপাতি সহ ধৃত তিন দুস্কৃতী জয়নগরে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাত দেড়টা নাগাদ বারুইপুর পুলিশ জেলার জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর থানার বহড়ু কাকাপাড়া এলাকার কুলপি রোড থেকে একটি ছোট হাতি গাড়িতে করে ডাকাতির করতে যাবার আগেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল গাড়ি সহ তিন দুস্কৃতী। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ডাকাতির কাজে ব্যবহার করা রড, শাবল, ভেজালি সহ একাধিক যন্ত্রপাতি। ধৃত তিন জন হলেন সেখ সাবির অরফে তাহির বাড়ি কলকাতার কাশিপুর থানার চিড়িয়ামোড় এলাকায়, হালিম খান, বাড়ি জয়নগর থানার বহড়ু দিঘীরপাড় এলাকায় ও বাচ্চু দাস বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দল থানার শ্যামনগর রবীন্দ্র পল্লি এলাকায়। ধৃতদের মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে তদন্ত চালাতে চায় পুলিশ। ধৃতরা কোনও এলাকায় ডাকাতির জন্য যাচ্ছিল এবং তাদের দলে আর কত জন ছিল তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলার সম্প্রীতি উড়ালপুলে আবারো মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক নানাবালক সহ একই পরিবারের তিনজনের। আহত ১। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে একবাল পুরের বাসিন্দা মোহাম্মদ ফিরোজ(৩৫) তার স্ত্রী নাগমা খাতুন(২৮) এবং তাদের নাবালক পুত্র সন্তান ফারদিন খান(১০) কে নিয়ে বজবজের একটি বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য যাচ্ছিল। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ঠিক সেই সময় হঠাৎ একটি ট্যুরিস্ট বাসের সঙ্গে তাদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। পুলিশ দেহ গুলি উদ্ধার করে বিদ্যাসাগর হাসপাতালে পাঠালে কর্তব্যরত ডাক্তাররা তিনজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। পাশাপাশি পেছনে থাকা বিষ্ণুপুর আমতলার বাসিন্দা বাইক আরোহী পঙ্কজ কুমার মন্ডল, যিনি বাটানগর পোস্ট অফিসে কর্মরত, তাকে আহত অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বিদ্যাসাগর হাসপাতালে পাঠায়।

এটিএম প্রতারণা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার অভিনব কায়দায় এটিএম প্রতারনা। তদন্তে নেমে শুক্রবার ফরতাবাদ এলাকা থেকে একজনকে গ্রেফতার করলো নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। গড়িয়া এলাকার বিভিন্ন এ টি এম কাউন্টারের সামনে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাকে সন্দেহ হয় পুলিশের। তাকে আটক করে জিজ্ঞেসাবাদ করে তাঁর কাছ থেকে পরচুলা, আয়রন রড, চুম্বক, স্ক্রু-ড্রাইভার, আঁঠা লাগানো টেপ, উদ্ধার করে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে বিভিন্ন এটিএম কাউন্টারে টাকা বেরনোর মুখে তারা আয়রন রড লাগিয়ে রাখতো। কেউ কাউন্টার থেকে টাকা তুললে তার টাকা মুখে এসে আটকে যেত। টাকা না পেয়ে কাউন্টার ছাড়লেই অভিযুক্ত ঢুকে টাকা বেরানোর মুখ থেকে আয়রন রড খুলে টাকা বের করে নিতো। বেশ কয়েকবছর ধরে এই কাজ করছিল অভিযুক্ত মোঃ ঈশাক আলি। তার বাড়ি উওর ২৪ পরগনার বারাসত থানার কাজী পাড়া এলাকায়। অভিযুক্তকে শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

বারুইপুরে এক মহিলার শরীরে মিলল ব্রুসেলার জীবাণু

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই প্রথম বারুইপুরে এক মহিলার শরীরে মিললো ব্রুসেলার জীবাণু। ওই মহিলা বারুইপুর ব্লকের শিখরবালি ২ পঞ্চায়েতের প্রাণীমিত্রা হিসেবে কর্মরত। তাঁকে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বারুইপুর মহকুমার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ইন্দ্রনীল মিত্র বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে প্রথম এই ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেল। যা একেবারেই উপসর্গবিহীন। আক্রান্ত প্রাণীমিত্রা কর্মীকে বারুইপুর হাসপাতালে এক নোডাল চিকিৎসকের অধীনে সর্ব সময় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। মহকুমার অধীন প্রতি ব্লককে এই ব্যাপারে সতর্ক করা

হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেল, বারুইপুরের শিখরবালি ২ ব্লকের দক্ষিণ দুর্গাপুরে বাড়ি ইলা মণ্ডলের। হাসপাতালে শুয়ে তিনি বলেন, ২৪ নভেম্বর গরুকে ভ্যাকসিন দিতে গিয়েছিলাম। শিখরবালি ২ পঞ্চায়েত এলাকায় একটি বাড়িতে চারটি গরুর ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছিল। হাতে গ্লাভসও পড়েছিলাম। নতুন সিরিঞ্জ দিয়ে ওষুধ দিতে গিয়ে বাম হাতের আঙুলে সূচ ফুটে যায়। রক্ত বেরোয়। হাতে যন্ত্রণাও হচ্ছিল। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে কলকাতা মেডিক্যালের ট্রপিকালে পরীক্ষা করাই। তারপরেই ব্রুসেলা ধরা পড়ে। এখন শারীরিক কষ্ট হচ্ছে না আমার। কী হবে জানি না।

সম্প্রীতির রক্তদানে চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি : তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীকোন্দলে দীর্ঘ প্রায় ৮/১০ বছর যাবৎ উত্তপ্ত রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লক। তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্বের নির্দেশে দলীয়স্তরে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে সম্প্রীতির আহ্বান জানিয়ে বৃহস্পতিবার এক রক্তদান উৎসবের আয়োজন হয় বাসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়ায়। রক্তদান উৎসবে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার সভাপতি যোগরঞ্জন হালদার, বিধায়ক শওকত মোল্লা, সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, বিধায়ক নমিতা সাহা, বিধায়ক পরেশরাম দাস, বিধায়ক জয়দেব হালদার,

বিধায়ক লাভলী মৈত্র, বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, বিধায়ক বিভাস সরদার, বাপি হালদার মহাশয় (যুব সভাপতি, সুন্দরবন জেলা), অভিনেত্রী ঋত্বিকা সেন, বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মন্ডল, সমাজসেবী আমানুল্লাহ লস্কর ও রাজা গাজি সহ অন্যান্যরা। এদিন রক্তদান উৎসবের সূচনামুহূর্তে তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। রক্তদান শিবিরস্থলে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয় মারামারি এবং চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহতও হয়। ঘটনার বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, রক্তদান উৎসবে বিক্ষিপ্ত একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেটাকে দলীয় গোষ্ঠীকোন্দল বলে অপ্রচার করে বেশ কিছু মানুষ বিভ্রান্ত তৈরী করেছে। রক্তদান উৎসব শান্তিপূর্ণ ভাবেই হয়েছে এবং মঞ্চ থেকে ঐক্যের বার্তা দেওয়া হয়েছে। রক্তদান শিবিরে ৬০০ অধিক মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করে সম্প্রীতির ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।' অন্যদিকে স্থানীয় বিজেপি নেতা বিকাশ সরদার জানিয়েছেন, শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে আগামীদিনে বাসন্তী ব্লক আরো অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠবে। কারণ যতদিন পর্যন্ত কাটমানি, তোলাবাজী, দুষ্কৃতীরাজ বন্ধ হচ্ছে।'

অনলাইনে প্রতারণার শিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাইবার ক্রাইম দিন দিন বেড়ে চলায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন।অনলাইনে জিনিস কিনতে গিয়ে এবারে প্রতারিত হলো জয়নগরের এক যুবক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর থানার জয়নগর মজিলপুর পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের তিলি পাড়ার বাসিন্দা মিঠুন দে বিদ্যুৎ দফতরের মেরামতি বিভাগের অস্থায়ী কর্মচারী হিসাবে কাজ করেন। তিনি বলেন, সোমবার বিকাল সাড়ে চারটা নাগাদ একটি অচেনা মোবাইল নং থেকে আমাকে ফোন করে বলা হয়, আমার নামে শীতের কিছু পোষাক কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমার ঠিকানায় পাঠানো হবে। তাই এই সার্ভিসটিকে অ্যাক্টিফেট করতে

তাদের দেওয়া একটি নং তে মাত্র ৫ টাকা এক্ষুনি পাঠাতে হবে। আমি ওদের কথায় বিশ্বাস করে তৎক্ষণাৎ ৫ টাকা পাঠিয়ে দিই আমার এস বি আই অ্যাকাউন্ট থেকে। ৫ টাকা পাঠানোর কিছুক্ষণের মধ্যে আমার মোবাইলে ব্যাংক থেকে একটি এস এম এস আসে। তাতে দেখতে পাই আমার অ্যাকাউন্ট থেকে ৩৫,৯৯৯ টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে। আমি তৎক্ষনাৎ উক্ত ওই ফোন নং কল করলে আমাকে বলা হয় টেকনিকালি প্রবলেমে এসব হয়েছে। আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে আপনার অ্যাকাউন্টে কেটে নেওয়ার পুরো টাকাটাই ফেরত চলে যাবে। ২৪ ঘন্টা সময় পেরিয়ে গেলেও কোনো টাকা আমার অ্যাকাউন্টে ফিরে না আসায় আমি বুধবার বেলায় জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরার সাথে দেখা করে সমস্ত ঘটনার কথা জানাই। এবং সমস্ত ঘটনার অভিযোগ দায়ের করেছি জয়নগর থানায়। এ ব্যাপারে জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা বলেন, বারবার বলা সত্বেও সাধারণ মানুষ অচেনা মোবাইল নং তে ব্যাংকের ডিটেইলসটা কেন শেয়ার করছে। মানুষ একটু সচেতন না হলে প্রতারকদের প্রতারণা বেড়ে যাবে। তবে এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।

বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ও ডেপুটেশন আশাকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : আশা কর্মীদের মাসিক উৎসাহ ভাতা ভাগ করা বন্ধ, সমস্ত বকেয়া মেটানো, করোনায় মৃত ও আক্রান্তদের জন্য ঘোষিত বীমা প্রদান,আশা কর্মীদের সরকারি কর্মী স্বীকৃতির দাবিতে শুক্রবার দুপুরে জয়নগর ২ নং বিডিও অফিস ও ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিক্ষোভ প্রতিবাদ ও রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ দেখালো প্রায় দু'শতাধিক আশাকর্মী।জানা গেল,দীর্ঘ দিন ধরে আশাকর্মীরা ফরম্যাট প্রথায় ২৪ ঘন্টা স্বাস্থ্য পরিষেবা দিচ্ছে।মহামারী, অতিমারী,অতিবৃষ্টি, বন্যা সহ সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁরা কাজ করে চলেছে। অথচ তাঁরা কোন রকম সরকারি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ। আর তাই আগামী ৭ ই জানুয়ারী এই সব দাবী দাওয়া নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন কলকাতার স্বাস্থ্য ভবনের সামনে বিক্ষোভ ও সমাবেশের কর্মসূচি রেখেছে।আর এই কর্মসূচিকে সামনে রেখেই রাজ্যের সব ব্লকে বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছে আশা কর্মীরা। সেই মতো শুক্রবার দুপুরে জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ

রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালের সামনে জয়নগর জামতলা রোড কিছু সময় অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল করে আশা কর্মীরা।এর পরে জয়নগর ২ নং বিডিও ও জয়নগর ২ নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন দেন আশা কর্মীরা।এ ব্যাপারে বিক্ষোভরত পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের জেলা সভানেত্রী মাধবী পন্ডিত বলেন,অবিলম্বে আমাদের ভাতা ২১ হাজার টাকা করতে হবে, আমাদের জন্য হাসপাতালে বসার ও বিশ্রাম নেওয়ার ঘর দিতে হবে, তাছাড়া আগের সব বকেয়া দ্রুত মেটাতে হবে। না হলে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবো।বন্দনা প্রামানিক,আম্বিয়া সরদার,আরুফা মোল্লা সহ বেশ কয়েকজন আশা কর্মী বলেন,করোনা সময় কালে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমরা মানুষের সেবা করেছি। অথচ এত কিছুর পরেও আমরা আমাদের নায্য অধিকার টুকু পাই নি। তাই আমাদের অধিকার ফিরিয়ে আনতে আমরা এই আন্দোলনের পথে নেমেছি।আমাদের দাবি অবিলম্বে মানা না হলে আগামী দিনে আমরা আর ও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।এদিন তাদের দেওয়া অভিযোগ গ্রহণ করেছেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বিপুল মজুমদার। এ ব্যাপারে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বিপুল মজুমদার বলেন, ওদের দাবি দাওয়া সম্বলিত স্বারকলিপিটি আমি গ্রহণ করেছি এবং উদ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।

অবিলম্বে খুলতে হবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হুগলিতে প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলার দাবিতে পথে নেমে আন্দোলন শুরু করল এআইইউটিইউসি (অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন) অনুমোদিত ইউনিয়ন। বৃহস্পতিবার জেলাশাসক দপ্তরে প্রায় ১ হাজার কর্মী জমায়েত হয়ে ডেপুটেশন দিলেন। ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতি প্রায় দু'বছর অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্রগুলি বন্ধ রয়েছে। রান্না করা খাবার দেওয়াও বন্ধ। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হলেও তা রান্না করা খাবারের পরিপূরক নয়। ফলে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া বাড়ির শিশু ও প্রসূতির পুষ্ঠিজনিত সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। এদিকে পাঁচ মাসের রেশন বকেয়া রয়েছে। এ বিষয়ে জানালেন, সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য তথা হুগলি জেলার সহ-সভানেত্রী জলি রাণী চ্যাটার্জী। এদিন ওই সংগঠনের ১২ দফা দাবি জেলা প্রশাসনের কাছে জমা দেন। হুগলির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁরা আসেন খানাকুল (১), খানাকুল (২), গোঘাট (১), গোঘাট (২), শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানি, পুরশুড়া, ধনেখালি প্রভৃতি জায়গার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা হাজির হন। সংগঠনের সম্পাদিকা রীতা মাইতি, নিলুফা ইয়াসমিন, চন্দনা পাত্র, মহুয়া ভট্টাচার্য সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের নূন্যতম ২১ হাজার টাকা বেতন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ইএসআই-এর সুবিধা সহ নানা দাবি জানানো হয়।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মাঝেই গুলিবিদ্ধ যুব তৃণমূল সভাপতি

অরিজিৎ মন্ডল : গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের মাঝেই গুলিবিদ্ধ মগরাহাট পশ্চিমের উত্তর কুসুম গ্রাম পঞ্চায়েতের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুজা উদ্দিন গাজী। রাতের বন্ধকারে যুব তৃণমূল সভাপতিকে গুলি করে খুনের চেষ্টা দুস্কৃতীদের। রবিবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্থি থানার উত্তর কুসুম এলাকায়। জানা গিয়েছে আক্রান্তের নাম সুজাউদ্দিন গাজী। তিনি মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের উত্তর কুসুম অঞ্চলের যুব তৃণমূল সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। রক্তাক্ত অবস্থায় সুজাউদ্দিনকে বানেশ্বরপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও রাতেই কলকাতায় রেফার করা হয়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় তৃণমূল বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লার অনুগামীদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধে নাগাদ উস্থি থেকে বাইক নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তৃণমূল নেতা সুজাউদ্দিন। উত্তর কুসুমের কাছে আচমকা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে বেশ দুস্কৃতীরা। বেশ কয়েকটি গুলি লাগে সুজাউদ্দিনের। গুরুতর অবস্থায় বর্তমানে এসএসকেএম মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় উস্থি থানার পুলিশ। রাতেই ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও মিতুন কুমার দে'র পুলিশ বাহিনী তল্লাশি অভিযানে নামেন। তবে গুলিবিদ্ধ যুবনেতা সুজাউদ্দিন গাজীর পরিবারের লোকজনদের অভিযোগ, স্থানীয় বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লার অনুগামীরাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। সম্প্রতি, 'সুজাউদ্দিন গাজীকে হুমকি দিচ্ছেন বিধায়ক' এমন কল রেকর্ড সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া সুজাউদ্দিনকেও একাধিকবার প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলেছিল। এরপর রবিবার রাতে গুলি চলার ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল। এ বিষয়ে মগরাহাট-১ ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি ইমরান হাসানের দাবি, 'দলের প্রভাবশালী নেতার মদতেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে আমাকে জানিয়েছে সুজাউদ্দিন। পুলিশ প্রশাসনকে বলব রাজনৈতিক পরিচয় না দেখে যেন অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়।' অভিযোগ অস্বীকার করে মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা জানিয়েছেন, 'গুলি চলার ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। দুস্কৃতীদের নিশ্চই গ্রেফতার করবে পুলিশ।'তবে ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও মিথুন কুমারদের নেতৃত্বে মোট ৭ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুরনো আক্রোশ থেকে এই খুনের চেষ্টা বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম আনোয়ার হোসেন হালদার, আক্রম আলি পুরকাইত, হাবিবুর রহমান মোল্লা, আতিবর রহমান মোল্লা, লালচাঁদ লস্কর, শরিফুল লস্কর ও কবিরুল লস্কর।

তবে ধৃত সাতজনের মধ্যে এই ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত রয়েছে লালচাঁদ ও তার দুই ছেলে কবিরুল ও সাবিরুল আছে।এমনটাই জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে। ঘটনার পর ডায়মন্ড হারবারের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) মিতুন দের নির্দেশে তিনটি দল তৈরি করে তদন্তে নামেন পুলিশ আধিকারিকরা। বারুইপুর, সুন্দরবন ও উস্থি এলাকা থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এখনও তদন্ত চলছে। মঙ্গলবার ধৃত আনোয়ার হোসেনকে আদালতে পেশ করে পুলিশ হেফাজত নেওয়া হয়েছে। বাকি ৬ জনকে বুধবার আদালতে পেশ করা হবে। অন্যদিকে, গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতা সুজাউদ্দিনের অস্ত্রোপচারের পর গুলি বার করেছেন চিকিৎসকরা। বর্তমানে এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। তবে, পুরোনো শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ দাবি করলেও বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বরা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ তুলছেন। এ বিষয়ে বিজেপি ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি সুফল ঘাটু বলেন, 'মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লা ও যুব তৃণমূল সভাপতি ইমরানের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এসেছে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। গোটা রাজ্যের পরিস্থিতি কার্যত একই। আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে।' তবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ২৫ ডিসেম্বর – ৩১ডিসেম্বর, ২০২১

পুর–প্রত্যাশা

কলকাতা পুরভোট মিটল, পেল না শান্তিপূর্ণের খেতাব। বিরোধীরা দুর্মোষ হয়ে গেছে বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে আদালত এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য নির্বাচন কমিশন অবশ্যই ভাববে। 'জয় করে তোর ভয় কেন তবু যায় না' এমন ভাবনা এবারেও গতবারের মতোই কলকাতার বাতাসে ভেসেছে। এই ভাবনার নেপথ্যে সত্যাসত্য যাই থাকুক যারা কলকাতার ছোট লাল বাড়ির অভিভাবক হবে তারা নিশ্চয়ই আগামী দিনে আরও বেশি দক্ষতা ও স্বচ্ছতায় প্রয়াসী হবেন। এবারের পুর ভোটে রক্তপাত, আঘাত, বুথ ক্যাপচারিং, ভয় দেখানো প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা প্রভৃতির অভিযোগ গণমাধ্যম প্রায় সারাদিন ধরে তুলে ধরেছে বিভিন্ন বৈদ্যুতিন চ্যানেলে।

রাজ্যের বাকি পুর নির্বাচনগুলি আগামী জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে শুরু এবং শেষ হয়ে যাবে। এবারেও যাতে রক্তপাতের ঘটনা আর না ঘটে সেজন্য রাজ্যের প্রশাসনকে আরও বেশি কঠোর হতে হবে। কারণ রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে নানা মহল থেকে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক ভোট কর্মী সরাসরি এমনটাও জানিয়েছেন যে, শান্তিপূর্ণ 'ছাপ্পা' ভোট হয়েছে এবারের পুরভোটে। 'ভয় দেখানো', 'খাবার বিলনো', ভোট কর্মীদের ওপর 'কোনও পরিস্থিতিতে ভোট বাতিল করা যাবে না' এমন 'ফতোয়া' নাকি দেওয়া হয়েছিল। কলকাতার বহু গুরুত্বপূর্ণ বুথে অনেকেই নাকি কম করে ২০/২৫টি করে 'ফলস ভোট' দিয়েছেন বলে অভিযোগ শোনা গেছে। বাস্তব যাই হোক যে কোনও নির্বাচনেই কেন্দ্রীয় বাহিনী স্বাস্থ্যকর বলে অনেক অভিজ্ঞ মহল মনে করে। শাসক ও বিরোধীদের কণ্ঠস্বর নানা সময়ে বদলে যায় এমন অভিজ্ঞতা এদেশের, এ রাজ্যের বহু মানুষের অভিজ্ঞতা আছে।

বহু নতুন মুখ এবার বিভিন্ন ওয়ার্ডের দায়িত্বে এসেছেন। স্বাভাবিকভাবেই অভিজ্ঞতা ও নতুনত্বের গতিতে কলকাতাবাসী উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়। কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থা জল জমা আবর্জনা পড়ে থাকা এই অভিযোগগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নানা গণমাধ্যমে উঠে এসেছে পুরবাসীদের অভিজ্ঞতার আলোকে। কলকাতায় বৈজ্ঞানিকভাবে উন্নয়নের ভাবনা চিন্তা নতুনভাবে করার প্রয়োজন আছে। ক্রমাগত বহুতল নির্মাণ, ফাঁকা জায়গায় নানারকমের নির্মাণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ভারসাম্যের পরিপন্থীই নয় অনেক সময় দেখা গেছে অগ্নিকাণ্ড কিংবা মহামারী সংক্রমণে নগরায়ণের এই পরিকল্পনায় অনেক ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। পুকুর ভরাট কিংবা বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি কলকাতার মুখ ঢেকে যায় রাজনৈতিক ও পণ্য সংস্কৃতির নানা বিজ্ঞাপনে। পুরসভার অধীন পুকুরগুলিতে জল দূষণের 'অজুহাতে' নিদারুণ ভাবে দৃশ্যদূষণ চোখে পড়ে। বাংলার দুর্গাপুজো যখন ইউনেসকোর হেরিটেজ তালিকায় প্রাধান্য পায় তখন নেপথ্যে থেকে যায় দুর্গাপুজোর বিসর্জনের অশাস্ত্রীয় রীতিও। কলকাতাবাসীর বহু বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো সরস্বতী পুজো হয়ে থাকে পুরসভার পুকুরগুলিতে বিসর্জন নিষিদ্ধ হওয়ায় পাড়েই পড়ে থাকে পুজো হওয়া ভেঙে পড়া বিবর্ণ প্রতিমাগুলি, যা দৃশ্য দূষণের অন্যতম কারণ। দুর্গাপুজোর ভাসানে পূজিত প্রতিমাগুলিকে কলকাতার পুরসভা যখন ক্রেনে করে পাড়ে তোলে সে দৃশ্যও কিন্তু বহু মানুষের কাছে মনোকষ্টের কারণ হয়। বহু বছর ধরেই বাংলায় প্রতিমা পুজো হয়ে আসছে। প্রতিমার এমন অসম্মান যাতে আগামী দিনে না হয় সেজন্য সঠিকভাবে বিসর্জনের জন্য কিছু স্থায়ী জলাশয়ের নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি। ছট পুজোর জন্য যেমন দায় সারা অস্থায়ী জলাশয় নির্মাণ করা হয় তা আর যাই হোক ধর্মানুসারী নয়।

নতুন পুরসভার কাছে বহু পুরবাসীর একটুই প্রত্যাশা।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র চোদ্দ

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
বিনাশের মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।।১৪।।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ এবং পশুকুল সহ অনিত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ–ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

পার্ষদদের আনন্দের জন্য। পরমার্থ অনুসন্ধানী তথাকথিত হঠযোগ কসরৎ অনুশীলনকারী এবং শুষ্ক মনোধর্মী জ্ঞানী ও কুতার্কিকদের আকর্ষণের জন্যই ভগবান এই সমস্ত লীলা সৃষ্টি করেন।

খেলার সাথী গোপবালকদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে শুকদেব গোস্বামী বলেছেন–

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।।

''নিরাকার, ব্রহ্মানন্দরূপে যাঁকে উপলব্ধি করা যায়, ভক্তগণ যাঁকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে উপাসনা করেন, মায়াবদ্ধ জীবগণ যাঁকে সাধারণ মানুষরূপে গণ্য করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোপবালকেরা জন্ম–জন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পুণ্যকর্মের ফলে সখারূপে খেলা করছেন।'' (ভাঃ ১০/১২/১১)।

এভাবেই ভগবান শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্যাদি বিভিন্ন সম্পর্কের মাধ্যমে তাঁর মুক্ত পার্ষদ সাথে নিরন্তর অপ্রাকৃত প্রণয়পূর্ণ ক্রিয়াকলাপে নিয়ত থাকেন।

ফেসবুক বার্তা

ভাগ্যিস আপনি এসেছিলেন, আটপৌরে জীবনে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট সুখ দুঃখ গুলো যে হীরের চেয়েও দামি, আর কে বোঝাত বলুন, এত সহজ করে লক্ষহীরার হার পরার চেয়ে বেশি সুখ ঘাসে ঘাসে কাঁচ পোকা খুঁজে, ফড়িং এর ওড়া উড়ি দেখে... সেকথা আমার মত ক্ষ্যাপারা বললে যে মানতোই না কেউ! ভাগ্যিস আপনি জীবন দেখার ওই অনাবিল চশমাটি সঙ্গে এনেছিলেন আজ - নাম যার অপু! আপনাকে প্রনাম!

—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মা গঙ্গা, বিশ্বনাথ, রামলালা মোদীকে নির্বাচনে জেতাতে পারবে কে?

নির্মল গোস্বামী

সম্প্রতি মোদীজী কাশীর গঙ্গায় ডুবকি লাগালেন। তাই নিয়ে বিরোধীদের কেউ কেউ অন্তিম গঙ্গা যাত্রা বলে কটাক্ষ করেছেন। আবার সেই নিয়ে বিজেপির মুখপাত্ররা সংবাদ মাধ্যমে নিন্দার ঝড় তুলেছেন। রাজনৈতিক বিরোধিতা গণতন্ত্রে স্বীকৃত পন্থা। তাই বলে মানুষের মরণ কামনা সভ্য, ভদ্র মানুষের কাজ নয়। অবশ্য মানুষের মৃত্যু কামনা নিন্দনীয় – তা যে যত বড় শত্রুই হোক। তবে সরকারের গঙ্গাপ্রাপ্তির কামনা বিরোধীরা করতেই পারে। ২০২২ শে পাঁচ রাজ্যের এবং ২৪ শে লোকসভার ভোটে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে কিনা তা নির্ভর করছে আমজনতার মর্জির উপর। মা গঙ্গা হয়তো মোদীর কলুষ ধুয়ে দেবে। বাবা বিশ্বনাথ বা ভূতনাথদের আশীর্বাদ ব্যক্তি মোদির মাথায় বর্ষিত হবে, কিন্তু তার নির্বাচন উত্তরে দেবার প্রতিশ্রুতি আশা করা বাতুলতার সামিল। বিজেপি নেতাদের এই দিবা–স্বপ্ন ত্যাড়া করে জনগণের সেবায় নিয়োজিত হতে হবে।

বিজেপির রাজনৈতিক জুমলা মানুষ অনেক দেখেছে। বিরোধীরা যাই বলুক ১২ লক্ষ করে টাকা প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে বিজেপি সরকার দেবে এই বিশ্বাসে ভারতের মানুষ কিন্তু বিজেপিকে ভোট দেয়নি। এটা যে অবাস্তব প্রতিশ্রুতি তা অতি বোকাও বুঝত। কিন্তু ২ কোটি বেকারের চাকরি হবে, জিনিসপত্রের দাম কমবে। কংসের সীমাহীন দুর্নীতির শিকড় উপড়ে ফেলবে। এগুলো অবাস্তব প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেন না। সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণের ব্যর্থতায় মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়। বিশেষ করে যারা ভোট দিয়ে সরকারকে গদিতে বসায় তারা। আবার প্রতিশ্রুতি না রাখতে পারা তবুও সমর্থকরা মেনে নেয় কষ্ট হলেও। কিন্তু প্রতিশ্রুতির বিপরীত কাজ মানুষ সহজে হজম করতে পারে না। তার বাস্তব উদাহরণ হল এ রাজ্যে বামফ্রন্টের পতন। ৩৪ বছর ধরে বামফ্রন্টের ভালোমন্দ মানুষ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু টাটা–সালিমদের জন্য কৃষক সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার মানুষ মেনে নিল না। কারণ টাটা–বিড়লাদের আধিপত্য খতম করার শপথ নিয়েই একদিন বামপন্থার জন্ম হয়েছিল। সেই তারাই যখন টাটাদের নির্লজ্জ দালালী শুরু করল তখন মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। ঠিক তেমনি ভাবে মানুষ ভাবেনি যে বিজেপির জমানায় ৩০ টাকার ৫০ টাকা হবে। ৮০ টাকার ডাল ১৫০ টাকা হবে, ৯০ টাকার সরষে তেল ২০০ টাকা হবে, ২০ টাকার কেরোসিন ৫৫ টাকা হবে, ৪০০ টাকার গ্যাস ১০০০ টাকা হবে, ৬০ টাকার ডিজেল ৯০ টাকা এবং ৭০ টাকার পেট্রোল ১১০ টাকা হবে। দুর্নীতির কিনারা একটাও হয়নি, উপরন্তু দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা মেরে দিব্যি চলে যাচ্ছে বিদেশে। ৫৬ ইঞ্চি ছাতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নীরব দর্শক মাত্র। পুঁজিপতিদের স্বার্থে কোনও আলোচনা ছাড়াই কৃষি বিল পাশ করাল প্রচণ্ড অগণতান্ত্রিকভাবে। আন্দোলনের চাপে নিজেদের ফেলা থুতু আবার চাটতে হল। সুইস্ ব্যাঙ্কের কর্তারা কাদের টাকা আছে তার লিস্ট পাঠিয়েছে সেই নামগুলো প্রকাশ করার সাহস হয়নি। কংগ্রেসমুক্ত ভারত গড়বে অথচ ৩০০০ কোটি টাকা খরচ করে কংগ্রেসের নেতার মূর্তি তৈরি করছে। মৈত্রী এবং বিজয় এর ৫০ বছর পালিত হচ্ছে অথচ বিজেপি নেতারা একবার

এই বিজয়ের প্রধান কারিগর যিনি সেই ইন্দিরা গান্ধীর নাম মুখে নিচ্ছে না। এটা শুধু ভণ্ডামী নয় নষ্টামীও। মহামারীতে কয়েক কোটি মানুষ কর্মচ্যুত হয়ে বেকার হয়ে বসে আছে। নতুন শিল্প নেই। পুরানো সরকারি লাভজনক সংস্থা সব বেচে দিচ্ছে।

ব্যাঙ্ক শিল্পের মালিকরা যাতে জনগণের টাকা মেরে দিতে না পারে তার জন্য ইন্দিরা গান্ধী ব্যাঙ্ককে জাতীয় করণ করেছিলেন। আর মোদি সেই ব্যাঙ্কগুলোকে বে–সরকারি করণ করে শিল্পপতিদের হাতে তুলে দিতে চাইছে যাতে তারা জনগণের টাকা ইচ্ছেমতো মেরে দিতে পারে। আবার প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করছেন যে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হতেই পারে। এবং দেউলিয়া হলে মানুষ ৯০ দিনের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা পাবে। আমার যদি ২০ লাখ টাকা থাকে আমি মাত্র ৫ লাখ পাবো। বলা উচিত দেশের চৌকিদার থাকতে কেউ জনগণের একটা টাকাও মারতে পারবে না। তা না বলে পক্ষান্তরে দেউলিয়া হতে উৎসাহিত করছে। একথা জলের মতো পরিস্কার যে মোদী সরকার প্রতিশ্রুতি পূরণে শুধু ব্যর্থ তাই নয়। অর্থনীতি কার্যক্রমে দেশকে দেউলিয়া করে খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

ফলে রাজনৈতিক জুমলা শেষ। এবার তাদের তাস ধর্মীয় জুমলা। যদিও হিন্দুত্ব তাদের বরাবরের এজেন্ডা। কিন্তু বিরোধীদের ব্যর্থতা এবং অপশাসন পাহাড় প্রমাণ হবার দরুণ খোলাখুলি হিন্দুত্বের তাস নিয়ে নির্বাচনে যাবার প্রয়োজন পড়ে না সবসময়। অন্ন,বস্ত্র, শিক্ষা,স্বাস্থ্যের দাবীর পিছনে ছোট লেজের মতো জুড়ে থাকত রামমন্দির ইস্যু,তিনতালাক, কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা খারিজের দাবি। বিজেপির হাত থেকে বর্তমানে তিনটি ইস্যুই হাতছাড়া। মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে যে এই তিন ইস্যু জন–সাধারণের জীবন–জীবিকার উপর কোনও প্রভাবই ফেলতে পারেনি। ফলে এই কাজের কৃতিত্ব নিয়ে ভোট বৈতরণী পার হওয়া মুশকিল। তাই মোদীর 'লার্জার দ্যান লাইফ' একটা ইমেজ তৈরির চেষ্টা — যাতে মোদীর মুখই নির্বাচনী বৈতরণী পার করে দিতে পারে। কেদারনাথে ধ্যানে বসা থেকে কাশীর গঙ্গায় ডুব — এ সবই হচ্ছে হিন্দুত্বের পোস্টার বয় ইমেজ তৈরির ধাপ।

কিন্তু হিন্দুত্বের নামেও যে জুমলা চলছে তা ধরতে বেশি কষ্ট হবার কথা নয়। যোগীর মুখ্যমন্ত্রী হওয়া আর প্রধানমন্ত্রীর যোগী সাজার মধ্যে কোথাও তফাৎ নেই। যোগীর যেমন মুখ্যমন্ত্রী হওয়া কাজ নয় তেমনি প্রধানমন্ত্রীর যোগী সাজার কাজ নয়। মানুষ নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্য এক্তিয়ারের বাইরে তখনই সায়, যখন তার এক্তিয়ারে সে ব্যর্থ হয়।

আমাদের ধর্মের নির্দেশ হল ধ্যান করবে মনে–কোণে আর বনে। মন্ত্রী–সান্ত্রী, মিডিয়া নিয়ে গুহায় বসে চোখ বন্ধ করলে কিংবা গঙ্গায় ডুব দিলেই ভক্ত প্রমাণিত হয় না। আর ভক্ত একথা প্রমাণ করার দায় বা কেন? মানুষ যত বড় পদেই থাকুক না কেন তাঁর একটা ব্যক্তিসত্ত্বা থাকবেই। সেখানে যে যার ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে থাকতেই পারে। কিন্তু তাকে জাহির করাটাই হয় অশোভন। ব্যক্তি বিশ্বাস একান্ত ব্যক্তিগত থাকাটাই প্রথা। সেটা রাজনৈতিক বিশ্বাসই হোক বা ধর্মীয় বিশ্বাসই হোক। পদমর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা তারাই দেখায় যারা পদে থাকাকালীন ব্যক্তিসত্ত্বাকে পদের সঙ্গে লীন করে দিতে পারে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, বিচারক এইসব প্রশাসনিক পদে যারা থাকেন, তাদের ভক্তি, বিশ্বাস আর সাংবিধানিক বিশ্বাস এক হয়ে যাওয়ার কথা। এর সব থেকে বড় উদাহরণ হল আমাদের প্রয়াত প্রাক্তন স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। পার্টির সিদ্ধান্ত না মেনে পদের মর্যাদা তিনি রক্ষা করেছিলেন। পদাধিকারীরা যদি প্রকাশ্যে নিজ নিজ ধর্ম পালনে সময় কাটান তাহলে অন্য ধর্মের সংখ্যাটা নেহাৎ কম নয়। নেহেরু থেকে ইন্দিরা এরা কেউ পদের অমর্যাদা করেনি। একটা সেকুলার রাষ্ট্র ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন থাকে। রাষ্ট্রের সেকুলার চরিত্রটা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করার রাষ্ট্রনায়কদের। আর মোদীর ব্যর্থতা ঠিক এইখানেই। ''আমি শুধু হিন্দুদের'' এই কথা আচরণের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা আর এক ধরনের ভণ্ডামি প্রকাশ পাচ্ছে না কী? আমাদের প্রাণ প্রিয় রাষ্ট্রনায়ক নেতাজী প্রকৃত অর্থেই যোগী ছিলেন। তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কোনও ধর্মাচরণ করতেন না। যুদ্ধের সময়েও গভীর নিশিথে ঠাকুরের ছবির সামনে বসে ধ্যানে লীন হয়ে যেতেন। কারো কারো সেই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। নোটবন্দির নামে কালো টাকাকে সাদা করার যে খেলা এবং ১০০০ টাকার গ্যাসে ১৭ টাকা ভুতুকী দিয়ে প্রধান সেবক সাজার ভণ্ডামী জনগণ সবসময় ধরতে না পারলেও, মা গঙ্গা কিংবা বাবা বিশ্বনাথ ধর্মের নামে ভণ্ডামীটা ঠিকই ধরে ফেলবেন। কারণ তারাও অন্তর্যামী।

সৌরশক্তি ব্যবহারে বিশ্বের নেতৃত্ব দেবে ভারত

বিশেষ সংবাদদাতা : ভারত এখন সৌরশক্তিতে বিশ্বের পথ প্রদর্শক হয়ে উঠছে। নবায়নযোগ্য শক্তি ভবিষ্যতের শক্তি চাহিদা মেটাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসাবে প্রমাণিত হবে। এই সত্যকে মাথায় রেখে, ভারত প্রথম ২০০৯ সালে জাতীয় সৌর মিশন শুরু করেছিল। লক্ষ্য ছিল ২০২২ সালের মধ্যে সৌর বিদ্যুতের ক্ষমতা ২০ গিগাওয়াট করার। এটি পরিবেশের প্রতি বর্তমান সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিকল্পনার ফল যে ২০১৫ সালে এই লক্ষ্যমাত্রা পাঁচগুণ বাড়িয়ে ১০০ গিগাওয়াট করা হয়েছিল। সরকার ২০২২ সালের শেষ

নাগাদ ১৭৫ গিগাওয়াট নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষমতার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বায়ুশক্তি থেকে ৬০ গিগাওয়াট, সৌর শক্তি থেকে ১০০ গিগাওয়াট, বারোমাস থেকে ১০ গিগাওয়াট এবং ছোট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ৫ গিগাওয়াট। গত ৬ বছরে, বিশ্বের সমস্ত প্রধান অর্থনীতির মধ্যে ভারত নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। মোট শক্তি খরচে এই নবায়নযোগ্য শক্তির অংশ এখন ২৪ শতাংশের বেশি। সৌরশক্তির জন্য কৃষকদের অনুর্বর জমি ব্যবহার করার লক্ষ্যে পিএম কুসুম প্রকল্পটি ২০১৮ সালের জুলাইয়ে চালু করা হয়েছিল।

এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড

বিশেষ সংবাদদাতা : প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড– এই স্বপ্ন নিয়ে আমরা যদি হাঁটতে পারি, তাহলে সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত যে কোনও সময় বিদ্যুৎ পাওয়া অসম্ভব হবে না। সূর্য সব সময় কোথাও না কোথাও উদিত হয়, অস্ত যায় না, তাহলে বিদ্যুতের প্রবাহ বন্ধ হবে কেন? আন্তর্জাতিক সৌর জোট (আইএসএ) গঠনের সঙ্গে বিশ্বের সকল দেশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। এই সংস্থার চতুর্থ সভা, সিওপি–২৬ সবুজ উদ্যোগ হিসাবে এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিড অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। এর ফলে, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত জলবায়ু ন্যায়বিচারের পক্ষে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছে। জি–২০দেশগুলির মধ্যে ভারতই একমাত্র

দেশ যেটি তার জলবায়ু লক্ষ্যগুলি অর্জনের পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। আজ, ভারত ৪৫০গিগাওয়াট নবায়নযোগ্য শক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে দ্রুত কাজ করছে। এর মধ্যে ভারত নির্ধারিত সময়ের আগেই ১০০ গিগাওয়াটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশের বিদ্যুতের ৪০% অপ্রচলিত শক্তি উৎস থেকে তৈরি করতে হবে। আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হল বিশুদ্ধ এবং দক্ষ শক্তি ব্যবস্থা, স্থিতিস্থাপক শহুরে পরিকাঠামো, এবং সুপরিকল্পিত পরিবেশ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা। পরিবেশ সুরক্ষায় ভারতের এই প্রচেষ্টা বিশ্বের সকল দেশের মনে আস্থা জুগিয়েছে। গুজরাত ছিল দেশের প্রথম রাজ্য যেখানে এক দশক আগেই সৌরশক্তি ব্যবহারের জন্য গঠনমূলক নীতির সূচনা করা হয়েছিল। ২০১০ সালে যখন পাটানে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছিল, তখন কেউ কল্পনাও করেনি যে ভারত একদিন বিশ্বের সামনে এক সূর্য, এক বিশ্ব, এক গ্রিডের' ভাবনা তুলে ধরবে।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীবনধারা

বিশেষ সংবাদদাতা : কোভিড মহামারির সময় সারা বিশ্বের মানুষ বুঝতে পেরেছে যে জীবনের জন্য পরিবেশ এবং জলবায়ুর সুরক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এর গুরুত্বের উপর ভিত্তি করে, প্রধানমন্ত্রী মোদী সকলের সামনে জীবনের একটি মন্ত্র উপস্থাপন করেছিলেন। বিশ্বের সুস্থায়ী উন্নয়ন, যেখানে পরিবেশের জন্য মানুষের জীবনধারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এটি ভারতীয় সংস্কৃতি এবং মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই ধারণা মানবসমাজকে প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে এবং দায়িত্বশীলভাবে সম্পদের সচেতন ব্যবহারে উৎসাহিত করে। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদী ছিলেন স্বাধীনতার পর দেশের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যিনি তাঁর সরকারে একটি জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগ তৈরি করেছিলেন। তিনি এমন এক সময়ে এই সমস্যাটির বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন যে সেই সময় বিশ্বের খুব কম নেতাই এই বিষয়ে কথা বলছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় ইচ্ছা তাঁর কর্ম ও প্রচেষ্টার মধ্যে লক্ষিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই আরও জোরদার করা যায় সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিম ভারতের একটি ছোট গ্রামে গিয়েছিলেন। যেখানে তিনি প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে সুস্থায়ী পরিবেশদর্শনের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। এই ধারণা নিহিত রয়েছে ভারতের প্রাচীন কথায়। বেদ–এ বসুধাকে জননী রূপে সম্বোধন করা হয়েছে, বলা হয়েছে ধরিত্রী আমাদের মা এবং আমরা তার সন্তান। যখন নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন পরিবেশ সুরক্ষার এই মডেলটি প্রথমবার গুজরাটে প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং এখন এটি দেশেও বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর লেখা বই দ্য ক্লাইমেট ক্লাইস্ব: ইন্ডিয়া'স স্ট্র্যাটেজি, অ্যাকশনস্ অ্যান্ড অ্যাচিভমেন্টস্–এ মানুষকে এমন একটি জীবন যাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন যা প্রকৃতির প্রতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং সুস্থায়ী, কারণ এই জীবনধারা আমাদের জীবনের একটি অংশ। তিনি বিশ্বাস করেন যে একবার যদি আমরা বুঝতে পারি যে প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের সামঞ্জস্যতা, তাহলে অবশ্যই তা উপকারি হবে এবং মানুষের জীবনে ইতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলবে। তাঁর বইয়ে, প্রধানমন্ত্রী মোদী সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অর্থনীতি, শক্তি এবং বাস্তুশাস্ত্রের একীকরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন থেকে জলবায়ু ন্যায়বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করার, দরিদ্র এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের সঠিক যত্ন নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তির সক্রিয় প্রচার, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির বিকাশ এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। এই বইটি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ইতিবাচক পদক্ষেপের জন্য ব্যবহারিক নীতি প্রণয়নের পক্ষে মত প্রদান করে, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি এবং কৌশলের উপর আলোকপাত করে। সিওপি–২৬–এ ভারতের নীতিগত দিকটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর জলবায়ু ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি এবং প্রকৃতির প্রতি ভারতের সহাবস্থান ধারণার মধ্যে নিহিত। ২০৩০ সালের আগে প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনের প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীর অধীনে ভারত কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছে তা বোঝার জন্য উপরে উল্লিখিত বইটি পড়তে হবে। এই বইটিকে পৃথিবীতে সংরক্ষণ এবং মানবতার সুষম বিকাশের পথপ্রদর্শক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

বিশ্ব যদি জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব না দেয়, তাহলে প্রকৃতি ও মানবতার সহাবস্থানের সারবস্তু চিরতরে বদলে যাবে। পৃথিবীকে রক্ষা করতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সম্ভাব্য সংকটের বাস্তব সমাধানের জন্য গ্লাসগো শীর্ষ সম্মেলনে সমগ্র বিশ্ব একত্রিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে বিশ্বের বনভূমি বৃদ্ধি, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং বিকল্প শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির প্রতি বার্তা দিলেও, তিনি সিওপি২৬ জলবায়ু সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পঞ্চামৃতের অঙ্গীকার।

সিওপি কেন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে

বিশেষ সংবাদদাতা : সিওপি শব্দের অর্থ 'হলকনফারেন্স অফ পার্টিস'। সিওপি রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের অধীনে কাজ করে। বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশ এর অন্তর্গত। এর প্রথম সভা ১৯৯৫ সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর ২৬ তম সভা সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাই এটিকে সিওপি২৬ নামে অভিহিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের অধীনে আইপিসিসি নামে একটি সংস্থা রয়েছে অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃ–সরকারি প্যানেল, যেটি কয়েক বছরের ব্যবধানে জলবায়ু সম্পর্কিত প্রতিবেদন জমা দেয়। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ সেই প্রতিবেদনের উপর ভরসা করে। এর ষষ্ঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদন চলতি বছরের আগস্টে প্রকাশিত হয়, জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর গুরুতর বিপদগুলির বিরুদ্ধে সতর্কতার কথা বলা হয়েছে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে সমগ্র মানবজাতি বর্তমানে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণ আবহাওয়ায় বসবাস করছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা তিনগুণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে দেড় ডিগ্রি পর্যন্ত বৃদ্ধি সহ্য করা যেতে পারে, তবে কার্বন নিঃসরণ বাড়লে পৃথিবীর তাপমাত্রাও বাড়বে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে, বিশ্বকে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ অর্ধেক এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে, তবেই ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এমতাবস্থায় বিশ্বকে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন কমানোর লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে সিওপি২৬ বৈঠকের আলোচ্যসূচি অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল, সেখানে বলা হয় কয়লার ব্যবহার কমানো, অরণ্য নিধনের উপর নিষেধাজ্ঞা, বৈদ্যুতিক যানবাহনকে উৎসাহিত করা, নবায়নযোগ্য শক্তির প্রচার এবং উপকূলীয় এলাকায় বসবাসকারী মানুষের জন্য উপকূল সুরক্ষা কেন্দ্র নির্মাণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই বৈঠকের গুরুত্ব প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সারা বিশ্ব আজ উদ্বিগ্ন। আইপিসিসির ষষ্ঠ চক্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রযুক্তির মাধ্যমে শিল্প কার্যক্রম চলতে থাকলে কার্বন নিঃসরণ এতটাই বাড়বে যে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্যারিস চুক্তিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১.৫ ডিগ্রি বেড়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে, আমরা নিম্ন উপকূলবর্তী অঞ্চল ডুবে যাওয়া, বন্যার মত অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছি। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বের সকল দেশ সিওপি২৬ বৈঠকে সমবেত হয়েছিল, যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল যে ২০১৫ সালের প্যারিস সম্মেলনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিধি–বিধান নির্ধারণ করা। প্যারিস বৈঠকে বিশ্বের সব দেশকে জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান (এনডিসি) নামে কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়। উন্নত দেশগুলো তাদের প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি পূরণ করেনি যা প্যারিস বৈঠকে নির্ধারণ করা হয়েছিল। এমতাবস্থায় গ্লাসগোর বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্বকে শুধু মানবতা রক্ষার পথ দেখাননি, উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের হয়ে প্রতিনিধি হিসাবে নিজের বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করেছেন।

উদ্ধার সাতটি মোটরবাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোপনসূত্রে খবর পেয়ে নলহাটি থানার ওসি তাপাই বিশ্বাসের নেতৃত্বে নলহাটি থানার পুলিশ বুধবার ঝাড়খণ্ডের পাকুড় জেলার সারাসাবান গ্রাম থেকে চুরি যাওয়া সাতটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে। এলউন হোসেন নামে এক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করেছে।

অবৈধ দখলের

প্রথম পাতার পর

চন্দনবাবুর স্ত্রী শম্পা মণ্ডলও একই অভিযোগ করেন। চন্দনবাবু বলেন, নিজামুদ্দিন সেখ সহ সন্ন্যাসীজী, জগন্নাথ বারিক তাদের পরিবারের ওপর চড়াও হন। তাই তারা বাধ্য হয়ে পঞ্চায়েতের সামনে ধর্নায় বসেন। পুলিশ এসে তাদের উঠতে বললে তারা উঠতে চাননি। পরে পুলিশ তাদের থানায় নিয়ে যায়, সেখানেই লিখিত অভিযোগ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুর–২ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার বলেন, মণ্ডল পরিবার যে অভিযোগ করছে, তা ভিত্তিহীন ওদের জায়গা ওদের ই দখলে আছে। অন্যকে বাড়ি করতে না দেওয়ার জন্যই কেস–কামারি করছে এলাকায় গণ্ডগোল পাকাচ্ছে। বিষয়টি পুলিশ দেখছে।

নবান্ন অভিযান

প্রথম পাতার পর

তাই আমরা নবান্ন অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছি, এখনও দিনক্ষণ ঠিক হয়নি। সাংগঠনিক সম্পাদক বরুণ সরকার বলেন, আমরা এখন বৃহত্তর শিল্পের মধ্যে পড়ি। সারা রাজ্যে ৩৫ হাজার ডেকরেটার্স মালিক আছে। আমাদের মাধ্যমে প্রচুর কর্মসংস্থান হয়। অথচ আমরা নানা দিক থেকে বঞ্চিত। কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি দিতে গিয়ে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। ১৯তম কালা আইন বাতিল করতে হবে। এদিন প্রয়াত ডেকরেটার্স মালিক ও শিল্পীদের শ্রদ্ধা জানানো হয়।

মুখ ফেরাচ্ছেন

প্রথম পাতার পর

নেতাদের রোপ–ওয়েতে চড়ে এদল সেদলের পরিযায়ী হওয়াটা যে মানুষ মোটেই ভালো চোখে দেখছে না তা রাজনৈতিক দলগুলির সাথে সাথে নেতাদের এক বড় দায়িত্ব হয়ে থাকছে। রাজনীতিকে যেন এক নাট্যশালায় পরিণত করেছে রাজনৈতিক ভুঁইফোড়েরা। বিধানসভা ভোটের পরে কলকাতার এই করুণ অবস্থার কথা আমাদের পত্রিকায় স্থান পেয়েছিল এবং আমরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলাম এমন চলতে থাকলে কলকাতায় ভোট দেওয়ার জন্য মানুষ পথে নামবে না এবং আমরা যে সঠিক তথ্য তুলে ধরেছিলাম তা প্রমাণ করে দিল এই পুরভোট। ভোট শতাংশ বাড়ানোর জন্য নেতাদের রাস্তায় নেমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাত জোর করে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোড়াজোরি করতেও দেখা যায়। সব দল মিলে অটো রিক্সার ব্যবস্থা করে কেন্দ্র মুখী করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিন্তু এভাবে কত দিন? এর পরেও যদি এর থেকে শিক্ষা না নেয় তাহলে রাজনীতি এক প্রহসনে পৌঁছে যাবে। রাজনৈতিক নেতারা হয়ে উঠবেন সমাজসেবী নয় আখের গোছানোর ব্যবসায়ী। এহেন পরিস্থিতি চলতে থাকলে আপামর জনগণ ভোট বয়কটেরও ডাক দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়বেন। ভোটের ফলাফল বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ওয়ার্ডে দেখা গিয়েছে ভোট পড়েছে অনেক কম। বিভিন্ন রাজনৈতিক পকেট ভোটেই মনে হয় যেন ভোট হয়েছে। ক্যাডারদের বা দলীয় লোকেদের ভোটেই পূর্ণ হয়েছে ভোট বাক্স। আপামর জনতার স্বতস্ফূর্ত ভোটদানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ৮ নং বোরোর ৭০, ৮৬ এবং ৮৭ এই ৩টি ওয়ার্ড ২০১৬ সালের জিতেছিল বিজেপির প্রার্থীরা যদিও ৭০ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী ২দিনের মধ্যেই তৃণমূলে যোগদান করে। এ বছর এই তিনটি ওয়ার্ডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে খুবই কম সংখ্যক ভোট পড়েছে এই ওয়ার্ডগুলিতে। কোথাও ৯০০০ কোথাও ৮০০০ হাজার তো কোথাও ৭০০০। এই কারণে এই তিনটি ওয়ার্ড এবার হাতছাড়া হয়েছে পদ্ম শিবিরের। ৮৬ নম্বর ওয়ার্ডটিতে তৃণমূলের হয়ে কম মার্জিনে জিতেছেন সৌরভ বসু। এই ওয়ার্ডে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রখর হয়ে ওঠায় আখেরে লাভ হয়েছে শাসক দলের। এই ওয়ার্ডগুলিতে কেন এত কম ভোট পড়ল তা পর্যালোচনায় বোঝা যাচ্ছে বিজেপি হোক বা শাসক দল সকলের ওপরই মানুষ বিতৃষ্ণা জন্মেছে পুরদস্তর। উপরোক্ত কথাগুলির প্রমাণ হিসাবে উঠে আসছে এই ওয়ার্ডগুলি। এছাড়াও অন্যান্য ওয়ার্ডে আশানুরূপ ভোট দান হয়নি তা পরিসংখ্যান প্রমাণ করে দিচ্ছে। ছোট লালবাড়ি দখল করেছে তৃণমূল কিন্তু বিরোধীরা একযোগে সোচ্চার হয়েছে ছাপ্পা এবং ইলেকশন কমিশনের পক্ষপাতিত্ব নিয়ে। এছাড়াও ভোটের দিন সিসি ক্যামেরা আটকে দেওয়া থেকে শুরু করে বোমা এবং ছাপ্পার নালিশও জমা পড়েছে প্রচুর। ভোটের ফলাফলের পর দেখা যায় কিছু কিছু ওয়ার্ডে প্রায় বিধানসভা ভোটের মতো লিড নিয়ে জিতেছে। কেউ ষাট হাজারের বেশি ভোটের লিড নিয়ে এগিয়েছে কেউ আবার তারও বেশি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধীরা সুর চড়িয়ে বলছেন এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা তৃণমূল জামানাতেই ঘটতে পারে।

ছোট লালবাড়িতে কলকাতার মেয়র হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন ফিরাদ হাকিম। ডেপুটি মেয়র হিসাবে পুনরায় অতীন ঘোষ চেয়ার পার্সন হিসাবে মালা রায় এছাড়াও মেয়র পারিষদ হিসাবে যারা ছিলেন তারাই বেশির ভাগ রয়েছেন তবে নতুন চারজন মেয়র পারিষদ নির্বাচিত হয়েছেন। ভোট গণনার শেষে মালা রায় তার প্রতিক্রিয়ায় জানান যা যা কাজ পড়ে আছে তা দ্রুত সারবো। যেমনভাবে কাজ করবার জন্য মানুষ আমার কাছে আসবেন সে সব কাজ আমি মানুষের জন্যই মানুষের সঙ্গেই থাকব। তাকে প্রশ্ন করা হয় কিভাবে দিল্লি এবং কলকাতা একযোগে সামলাবেন। তিনি তার উত্তরে বলেন তাতে কোনও অসুবিধা হবে না কাজ করার ইচ্ছা থাকলে কোন কিছুতেই অসুবিধা হওয়ার কথা নয় তাই দিল্লি কলকাতা একসাথে সামলে নিতে পারব। নতুন বোর্ড গঠনের পর বিশেষজ্ঞ মহল সহ অন্যান্যরাও বলেছেন তৃণমূলের নেতা কম পড়িয়াছে তাই নূতন বা অন্যান্য যোগ্য কারুর ওপরেও ভরসা করতে পারছে না একই বোর্ড গঠন করে তাই প্রমাণ করে দিল তৃণমূল। নীচু স্তরের নেতারা যে নেতাসুলভ আচার আচরণ করছে তা মোটেই চোখে পড়ছে না জনগণের। পুর ভোটে জেতার আনন্দে অর্ধেক রাস্তা আটকিয়ে শব্দ দূষণের আইনে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ডিজে বাজিয়ে রাত্রিরে উদ্দাম নৃত্য মানুষকে যে অসুবিধায় ফেলতে পারে তা তারা মোটেই আমল দিতে নারাজ। যদিও উপর তলার নেতারা এসব জিনিষের থেকে বিরত থাকতে বলেছে কিন্তু নিজের দলের নেতাদের কথাও যে না শোনার চিরাচরিত পদক্ষেপ নিচ্ছে তাতে বোঝা যাচ্ছে কোনও নেতাদেরই হাতে দলের লাগাম নেই। এতেই প্রমাণিত হয় কেউই আদর্শ নেতা হয়ে উঠতে পারে নি।

একরাশ দুঃশ্চিন্তা নিয়ে বোরো চাষের প্রক্রিয়া শুরু

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় বিধ্বস্ত বঙ্গের চাষি। অঘ্রাণ মাস ভর নবান্ন উৎসব শেষ হতেই একরাশ দুঃশ্চিন্তা মাথায় নিয়ে বোরো ধান সহ আলু চাষিরা ফের মাঠে নেমে পড়লেন। বিশেষ করে রাজ্যের শস্যগোলা রূপে পরিচিত পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে এখন চাষিদের চূড়ান্ত ব্যস্ততা। বিস্তীর্ণ এলাকায় জোরকদমে চলছে বোরো ধানের বীজতলা তৈরি সহ জমিতে আলুর বীজ পোঁতার কাজ। এবার বহু জায়গায় চাষিদের দু'বার করে আলুর বীজ পুঁততে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এবার আলু চাষ নামলা করে অর্থাৎ বেশ খানিকটা দেরিতেই শুরু হল বলা যায়। আলু চাষে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য দায়ী এবারে খামখেয়ালী আবহাওয়ার। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, এবছর আবহাওয়ার দৌরাত্ম্যে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে আমন ধান, সবজি সহ ফুল চাষিদের বিস্তর ক্ষতির মধ্যে পড়তে হয়। অসময়ে মাত্রাতিরিক্ত বৃষ্টি এবং নতুন ধরনের রোগ পোকার আক্রমণে বহু জায়গায় আমন চাষ সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্যাপক বৃষ্টির কারণে অনেক জায়গাতেই আমন ধানের রোয়া জমি ভেসে গিয়েছিল। জল নেমে যাওয়ার পর চাষিরা সেসব জমিতে ফের ধান রুইয়েছিলেন। এভাবে চাষিদের একাধিকবার আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়তে হয়েছে। পাশাপাশি আমন ধান ওঠার মুখে দফায় দফায় বৃষ্টিতেও আরেকদফায় চাষিরা বিপর্যস্ত। প্রতিবছর সময়মতো আমন ধান কাটার পরপরই চাষিদের বোরো ও আলু চাষের জমি তৈরির কাজ জোরকদমেই শুরু হওয়াটা যেখানে বাংলার কৃষিকাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল সম্প্রতি আবহাওয়ার চূড়ান্ত খামখেয়ালিপনায় চাষের চরিত্র বদলে গেছে। এসব কারণে এবারে তো যথাযথভাবে জমি তৈরি করে আলুর বীজ পুঁততেই অনেক দেরি হয়ে হ'য়ে গেল। এমতাবস্থায় এবার অনেকেই আলুর বীজ পুঁততে পারেননি।

অন্যদিকে, কাটোয়ার আমডাঙার বাসিন্দা গৌতম বিশ্বাসের মতো অসংখ্য চাষিকে ফের আর্থিক ক্ষতি মেনে নিয়ে চড়া দামে আলুর বীজ কিনে দু'বার করে জমিতে পুঁততে হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার আখড়ার মাধাই ঘোষ, কারুলিয়ার সুমন্ত ঘোষ, মঙ্গলকোটের দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ চাষি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এবার আলু চাষ করতে পারেননি বলে জানিয়েছেন। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে এবারে বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে আলুর চাষ বেশ খানিকটা কম হওয়ার পাশাপাশি নামলার কারণে ফলনেও যে বিরূপ প্রভাব পড়বে তা বলাই যায়। অন্যদিকে, শীতের শুরুতেই অর্থাৎ বোরোর বীজতলা তৈরির মুখে যেভাবে মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে সেই নিয়েও চাষির মনে আশঙ্কার মেঘ জমে আছে। অনেকসময় মাত্রাতিরিক্ত ঠান্ডায় বোরোর বীজতলা ক্ষতির আশংকা থেকে যায় এবং পরবর্তীতে ধানের ফলনেও তার খারাপ প্রভাব পড়ে। সম্প্রতি হাওয়া অফিসের একটি সূত্রে জানা গেছে এবারে বঙ্গজুড়ে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা পড়বে এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে একাধিক নিম্নচাপ তথা ঘূর্ণাবর্তের কারণে চাষিরা ফের বিপর্যস্ত হতে পারেন। সবমিলিয়ে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় যদি ফের চাষের দফারফা হয় তাহলে আর্থিকভাবে চাষিরা তো ক্ষতিগ্রস্ত হবেনই পাশাপাশি চড়া দামে চাল, ডাল, আলু সহ নানাবিধ সবজি কিনতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে যাবে।

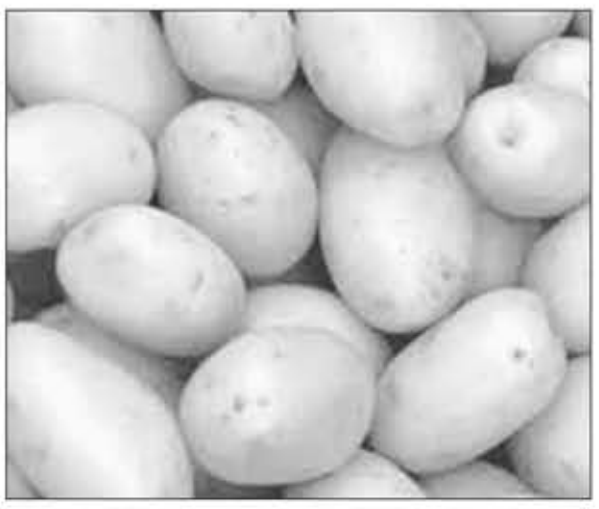

আর্থিক সহায়তা প্রদান বিশেষ শিবির

অলোক আচার্য : বাংলার মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ব্যারাকপুর মহকুমা শাসকের নির্দেশে নববারাকপুর পুরসভার উদ্যোগে বুধবার স্থানীয় অনুভব ভবনের দ্বিতলে সকাল এগারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত পুর এলাকায় কোভিড ১৯ রোগে মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়কে পঞ্চাশ হাজার টাকা এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে এক বিশেষ শিবির অনুষ্ঠিত হল। শিবিরে কোভিড মৃত আত্মীয় স্বজন পরিবারের লোকজন আবেদন পত্র জমা করেন। পুরসভার পক্ষ থেকে মুখ্য প্রশাসকের

স্বাক্ষরিত লিগাল হিয়ার সার্টিফিকেট ও আইনজীবীর কোর্ট এফিডেভিট দাখিল করা হয় আবেদন পত্রের সাথে। পুরসভার দায়িত্ব প্রাপ্ত বিভাগের আধিকারিকরা উপভোক্তাদের নাম নথিভুক্ত করেন যাবতীয় নথি স্বাক্ষর দেখে। ব্যারাকপুর মহকুমা শাসকের অধীনে দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক ও আইনজীবিদের তদারকিতে। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার মুখ্য প্রশাসক প্রবীর সাহা, পুরসভার নোডাল অফিসার দেব প্রসাদ রাহা, ব্যারাকপুর প্রশাসনিক আধিকারিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, আইনজীবী শংকর মিত্র সহ পুরসভার আধিকারিকরা। পুরসভার মুখ্য প্রশাসক প্রবীর সাহা জানান নববারাকপুর পুর এলাকায় কোভিড ১৯ মৃত ৬০ জন নিকট আত্মীয়কে পঞ্চাশ হাজার টাকা এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদানে এই বিশেষ শিবির। এক জানালা পরিষেবা উপকৃত উপভোক্তারা। এর আগে চল্লিশ জন মৃত উপভোক্তা পরিবার নিকট আত্মীয় পুরসভা থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা চেক পেয়েছেন।

হারিয়ে যাওয়া শিশুকে খুঁজে দিলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : হারিয়ে যাওয়া আদরের সন্তানকে খুঁজে পেয়ে তার বাবা–মায়ের হাতে তুলে দিলেন স্বয়ং এলাকার বিধায়ক। ক্যানিং থানার অন্তর্গত তাঁতকল পাড়ার বছর ১১ বয়সের নাবালক নবজিত মন্ডল। ১৮ ডিসেম্বর শনিবার সকালে আচমকা বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই নাবালক। নবজিতের বাবা তপন মন্ডল সহ পরিবারের লোকজন নবজিৎকে না পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এমন ঘটনার কথা পৌঁছায় ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক পরেশরাম দাস এর কাছে। শিশুটির খোঁজ পেতে তিনি নিখোঁজ নাবালকের ছবি ফেসবুক–এ পোস্ট করেন এবং তিনিও তাঁর অনুগামীরা এলাকায় খোঁজখবর শুরু করেন। দীর্ঘ উৎকণ্ঠার পর শনিবার সন্ধ্যায় খবর আসে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনের গৌড়দহ ষ্টেশনের কাছে ওই নাবালককে দেখতে পাওয়া গেছে। বিধায়ক পরেশরাম দাসের নির্দেশে তাঁর অনুগামীরা গৌড়দহ ষ্টেশন চত্বরে গিয়ে খোঁজ করে নাবালকের হদিশ পেয়ে যায়। তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন বিধায়কের কাছে। এরপর বিধায়ক নিজেই ওই নাবালককে তার পরিবারের হাতে তুলে দেয়। হারিয়ে যাওয়া নাবালক কে উদ্ধার করে তার পরিবারের হাতে তুলে দিতে পেরে খুশি বিধায়ক। তিনি জানিয়েছে হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে উদ্ধার করে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিতে পেরে আনন্দিত।'অন্যদিকে বিধায়ক পরেশরাম দাসের এমন স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগকে প্রশংসা করেছেন এলাকার সাধারণ মানুজন সহ নবজিৎ মন্ডলের পরিবার পরিজন।

এত উন্নয়ন, তবু

প্রথম পাতার পর

কোথায় গেল এইসব পড়ুয়ারা? উত্তর খুঁজতে শিক্ষকরা ঘুরছেন তাদের আদরের রাম–রহিমদের বাড়ি বাড়ি। যদি ফের ফিরিয়ে এনে বসানো যায় ক্লাসের ফাঁকা বেঞ্চগুলোতে। নাহলে তাদেরও যে অস্তিত্ব পড়বে মহাসংকটে।

এখন প্রশ্ন হল করোনাকালে প্রায় দু'বছর স্কুল বন্ধ থাকার পর ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতির যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি তাকে যদি গঙ্গাসাগরের স্কিম পার্কে এনে দাঁড় করানো যায় তবে কি উত্তর মিলবে? আমরা কী একে উন্নয়ন প্রকল্পের সুফল বলব না কুফল। একসময় স্কুলছুট কমাতে সারা দেশে চালু হয়েছিল মিড ডে মিল প্রকল্প। তারও আগে একসাথে সুস্বাস্থ্য ও পড়াশুনার অভ্যাস গড়তে রচিত হয়েছিল আইসিডিএস বা সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প। শিশু শ্রমিক ও নাবালিকা বিয়ে আটকাতে রাজ্য সরকার চালু করেছে সবুজ সাথী, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী। তবে কি এইসব প্রকল্পের সুফল তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিতে ব্যর্থ হচ্ছে ব্লক প্রশাসন ও অঞ্চলের নেতা কর্মীরা? সব কী শুষে নিচ্ছে দুর্নীতি আর স্বজন পোষণ? শহরের সামান্য সাফল্য কী ঢেকে দিচ্ছে পাহাড় প্রমাণ ব্যর্থতাকে? হাজারো প্রশ্ন আছে কিন্তু উত্তর কই! অনেকে আবার উল্টো পথে আলোকপাত করে বলছেন ধারাবাহিক সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প স্বনির্ভরতা কেড়ে নিচ্ছে মানুষের। সাহায্য নয় কর্মসংস্থান ও স্বরোজগারই এর উত্তর দিতে পারে।

আসল উত্তর দেবে কে! সরকারি প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা শুধু নেতাদের মুখাপেক্ষী। তাদের অখুশি করার মতো উত্তর দিতে তারা নারাজ। দেখছি দেখব করে তারা পাশ কাটাচ্ছেন আর রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা আখের গোছাতে ব্যস্ত। তাহলে প্রকল্প ও তার বন্টনের মধ্যে সেতু বন্ধন করবে কে? সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

ড্রোনের মাধ্যমে

প্রথম পাতার পর

থাকবে পর্যাপ্ত সিসিটিভি, ড্রোন, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা। মেলার নিরাপত্তা ও তীর্থযাত্রীদের পরিষেবা থাকবে পর্যাপ্ত পুলিশ, র‍্যাফ, সিভিল ডিফেন্স, সেনাবাহিনী, হ্যাম রেডিও সহ নানা এনজিও।গঙ্গাসাগর মেলাকে এবার আরো ডিজিটাল করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হবে। থাকছে ই–স্নান, ই–দরশন, ই–পূজা। ঘরে বসে অনলাইন বুক করে সামান্য চার্জে পেয়ে যাবেন সাগরের পুণ্যবারি প্রসাদ। ই–স্নান পাবার পর ঘরে বসে সাগর পূজাও করতে পারেন। নাম গোত্র জানিয়ে। বুকিং করার জন্য Book–E–Puja– www.gangasagar.in–এ লগ্ ইন করুন। আগামী ৫ জানুয়ারি থেকে বুকিং শুরু হচ্ছে।এছাড়াও পরিবহন দফতর এবার এক টিকিটে গঙ্গাসাগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করছে। জেলাশাসক বলেন, আমাদের লক্ষ হল দুর্ঘটনা ও মৃত্যুহীন মেলা করা। সেই সঙ্গে পরিবেশ বান্ধব মেলাও আমাদের লক্ষ্য। মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্র সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছেন যে গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণা করা হোক। মনমোহন থেকে নরেন্দ্র মোদী সকলের কাছেই আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্র সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না। জাতীয় মেলা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে ফান্ড পাওয়া যেত। যা খরচ হয় মেলায় সবই রাজ্য সরকারকে করতে হয়। বঙ্কিমবাবু বলেন, এবার মেলায় রেকর্ড সংখ্যক পুণ্যার্থী আসবেন। পুজো থেকে ধরলেএই সংখ্যা কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে। তিনি বলেন, এবার ড্রোনের মাধ্যমে সাগরের পুণ্য বারি ছড়ানো হবে। এর জন্য জেলাশাসককে তিনি ধন্যবাদ জানান।প্রসঙ্গত এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় কিছু নতুনত্ব বিষয় থাকছে। যেমন ধ্যান কেন্দ্র গড়ে হচ্ছে যেখানে মেডিটেশন–প্রাণায়ম, ধ্যান করা যাবে। গঙ্গারতির ব্যবস্থা থাকছে। অসুস্থ প্রবীন মানুষদের জন্য বিনামূল্যে সাগর ভ্রমণের ব্যবস্থা করবে জেলা প্রশাসন। সেই সাংবাদিকদের থাকার যে ব্যবস্থা তারও উন্নত ব্যবস্থা হবে।

বিজেপির ভরাডুবির সম্ভাবনা

প্রথম পাতার পর

আসলে বিজেপি আর তৃণমূল হচ্ছে একই মুদ্রার এপিঠ–ওপিঠ। এটা মানুষ বুঝেছে। ফলে যারা আছে তারাই থাকুক। তবে আমাদের যে সমস্ত লোকেরা ভাল বুঝে বিজেপি চলে গিয়েছিল, তারা ফিরে আসতে শুরু করেছে।' অবসরপ্রাপ্ত পঞ্চায়েত সমিতির উপসচিব সন্তোষ কুমার দাস বলেন, 'কয়েক বছর আগে আমরা যখন নির্বাচন করতাম, তখন কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন বলেছিল, ৯০ শতাংশ ভোট যদি কোনও বুথে পড়ে, তাহলে সেখানে পুনর্নির্বাচন করতে হবে। এবারে কলকাতা কর্পোরেশনের কয়েকটি ওয়ার্ডে তৃণমূল জিতেছে যেখানে প্রায় ৯৩ শতাংশ ভোট পড়েছে। এতে নির্বাচন কমিশনের কোনও তাপ উত্তাপ নেই। আবার কয়েকটি ওয়ার্ডে শাসকদল আশি শতাংশ ভোটেও জিতেছে। তাহলে কি নির্বাচন সুষ্ঠ ও অবাধ হয়েছে একথা বলা যায়? সবচেয়ে যেটা লক্ষ্য করা যায়, সেটা হল, সংবাদ মাধ্যমের একাংশের ভূমিকা অত্যন্ত নক্কারজনক লেগেছে।'

তৃণমূল কংগ্রেসের বাগদা ব্লক প্রেসিডেন্ট পরিতোষ সাহা বলেন, 'প্রত্যেকদিন দলে দলে মানুষ বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগদান করছেন। তার মধ্যে নেতা থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মীও আছেন। আসলে মানুষ ক্রমশ বিজেপি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দিয়ে মানুষ যে পরিষেবা পাচ্ছে, এটা অন্য কোনও রাজ্যে নেই। মানুষ দেখছে যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে পরিষেবা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাচ্ছে তার কোনও বিকল্প নেই। বিয়ের সময় পঁচিশ হাজার টাকা একটা মেয়ের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে, এটা তো মানুষ দেখছে। এর ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প মুখ হিসেবে রাজ্যবাসী আর কাউকে ভাবতে পারছে না।' হাবরা শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সিতাংশু (ঝন্টু) দাস বলেন, 'বিজেপির আরও ভরাডুবি হবে। অথৈ জলে তলিয়ে যাবে। উন্নয়ন বলতে কিছু নেই। কোনও প্রতিশ্রুতিই রাখে নি। কার্যত ওদের সার্বিক ব্যর্থতা মানুষ বুঝতে পেরেছে।'

বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক দেবদাস মণ্ডল বলেন, 'বিজেপি কোনও ব্যাকফুটে যায়নি। যদি ভোটটা সঠিকভাবে হতো এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে মানুষ যদি সঠিকভাবে দিতে পারতেন তাহলে বিজেপি ভাল ফল করত। এটা তো ভোট হয়নি। ভোটের নামে প্রহসন হয়েছে। আসন্ন পুর নির্বাচনে আমরা কেন্দ্রীয়বাহিনীর দাবি করেছি। মানুষ যদি স্বাভাবিকভাবে ভোট দিতে পারে তাহলে তৃণমূল বুঝতে পারবে পশ্চিমবঙ্গে তাদের অবস্থা কী।' বিজেপির কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলা কমিটির সদস্য পার্থ ভদ্র বলেন, কলকাতাভিত্তিক সংগঠনে তো আমরা বরাবরই দুর্বল। তবে গ্রামাঞ্চলে বিজেপির সংগঠন সবচেয়ে ভাল। তাই আগামীদিনের নির্বাচনগুলিতে শহরতলি এলাকা বাদ দিয়ে বাকি এলাকাগুলোতে ভাল ফলাফলই হবে।'

এ প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য বলেন, 'আগামী দিনের নির্বাচনগুলিতে বিজেপি আর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারবে না। কারণ বিজেপি যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছিল, তা তারা পালন করতে পারেনি। কারণ বিজেপিকে যারা ভোট দিয়েছিল, তা তারা পালন করতে পারেনি। কারণ বিজেপিকে যারা ভোট দিয়েছিল তাদের অধিকাংশই উদ্বাস্তু ও মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল। তাদের সুরাহার জন্যে বিজেপি সরকার এখনও পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই করেনি। এর ফলে তারা বিজেপির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশন দিয়ে শুরু হয়েছে। এরপর রাজ্যের যতগুলো নির্বাচন আছে, সবগুলোতেই বিজেপির ভরাডুবি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।'

জেলা শাসকের করণ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

নাজিরখানা দপ্তর, আলিপুর

স্মারক না ১৮৭৫/এন.জেড/জি.এস.মেলা–২০২২ তাং ১৯/১২/২০২১

১) আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা, ২০২২ উপলক্ষে আগামী ৮ই–১৭ই জানুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গন ও সংলগ্ন স্থান, কচুবেরিয়া, চেমাগুরী, বেনুবন, কাকদ্বীপ এবং নামখানায়, বিভিন্ন দোকান, হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসা করতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীবৃন্দের অথবা যাত্রীনিবাস, যাত্রী শিবির করতে বেসরকারী ভ্রমণ সংস্থার অথবা বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছুক বেসরকারী বিজ্ঞাপনদাতাদের অথবা যাত্রী ছাউনি বা চিকিৎসা ছাউনি দিতে ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছ থেকে অস্থায়ীভাবে জমির বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার স্থানের জন্য নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদনপত্র/দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

২) ২২শে ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২১ এর মধ্যে নির্ধারিত ফর্ম আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র প্রাপ্তি ও জমা দেবার স্থান নিম্নরূপ :

(ক) দোকান/হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে সাগর/কাকদ্বীপ/নামখানা বিএল এন্ড এল আরও দপ্তর।

(খ) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে জেলা নাজিরখানা দপ্তর, জেলাশাসক, দক্ষিণ ২৪ পরগনা আলিপুর।

৩) জমি বন্দোবস্তের নির্ধারিত মূল্য এবং অন্যান্য শর্তাদির বিবরণ ফর্মের সঙ্গে পাওয়া যাবে।

৪) বিশদ বিবরনের জন্য জেলাশাসকের দপ্তরের আলিপুর কার্যালয়ে নাজিরখানা দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারবেন।

স্বাঃ
অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ)
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
এবং মেলা আধিকারিক
গঙ্গাসাগর মেলা–২০২২

4846(8)/DICO/S24Pgs., Dt. 22.12.2021

মহানগরে

পৌরাণিক কাল থেকে পুর–বিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পূজা পাঁজা (৮) বা সৌরভ বসু (৮৬) ওঁরা তারকা। কিন্তু ওঁরা তারকা না হয়েও ওঁরা তারকা। তবে তারকা তো ওঁরা এমনি এমনি হননি। দীর্ঘদিনের পরিশ্রম। মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন। একাধিকবার জনপ্রতিনিধির দায়–দায়িত্ব সামলে দিনেদিনে পোক্ত হয়েছেন। সেজন্যই ওঁরা তারকা। পুর নির্বাচনের ময়দানে এঁরা যথেষ্ট পুরনো। কতটা? ৬ নম্বর (বলরাম ঘোষ স্ট্রিট) ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস পুর প্রতিনিধি সুমন সিং। ১৯৯৫ – ২০০০, ২০০০ – '০৫, ২০০৫ – '১০ ও ২০১০ – '১৫ পুর বোর্ডের আইএনসি দলের পুর প্রতিনিধি আর ২০১৫ – '২০ ও বর্তমান ২০২১ – '২৬ পুর বোর্ডের এআইটিসি দলের পুর প্রতিনিধি। ১১ নম্বর (আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড) ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস পুর প্রতিনিধি অতীন ঘোষ। ১৯৮৫ – '৯০, ২০৯০ – '৯৫ পুর বোর্ডের আইএনসি দলের পুর প্রতিনিধি আর ২০০৫ – '১০, ২০১০ – '১৫ আর ২০১৫ – ২০ এবং বর্তমান ২০২১ – '২৬ পুর বোর্ডের এআইটিসি দলের পুর প্রতিনিধি। ১৫ নম্বর (বিবেকানন্দ রোড) ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুর প্রতিনিধি ২ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষা শুক্লা ভঁড়। ১৯৯৫ – ২০০০ পুর বোর্ডের আইএনসি দলের পুর প্রতিনিধি আর ২০০০ – ২০০৫, ২০০৫ – ২০১০, ২০১০ – ২০১৫, ২০১৫ – ২০২০ এবং বর্তমান ২০২১ – ২০২৬ পুর বোর্ডের এআইটিসি দলের প্রার্থী প্রতিনিধি। ১৬ নম্বর

(অভেদানন্দ রোড) ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুর প্রতিনিধি ২ নম্বর বরো কমিটির প্রাক্তন অধ্যক্ষ সাধন সাহা। ১৯৮৫ – '৯০, ১৯৯০ – ১৯৯৫, ১৯৯৫ – ২০০০ পুর বোর্ডের আইএনসি দলের পুর প্রতিনিধি আর ২০০০ – ২০০৫, ২০১০ – ২০১৫, ২০১৫ – ২০২০ এবং বর্তমান ২০২১ – ২০২৬ পুর বোর্ডের এআইটিসি দলের পুর প্রতিনিধি। ২২ নম্বর (মধ্য কলকাতার এম জি রোড, কটন স্ট্রিট) ওয়ার্ড থেকে ১৯৯৫ সালে প্রথমবার নির্বাচিত দীর্ঘ ২৭ বছর যাবৎ বিজেপি দলের পুর প্রতিনিধি প্রাক্তন উপ মহানাগরিক মীনাদেবী পুরোহিত। বর্তমান পুর বোর্ডেরও (২০২১ – '২৬) বিজেপি দলের পুর প্রতিনিধি। ৪১ নম্বর (বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড) ওয়ার্ড থেকে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুর বোর্ডের সদস্য রীতা চৌধুরী। ২০০০ থেকে ২০২০ দলের সিপিআইএম দলের পুর প্রতিনিধি আর বর্তমান ২০২১ – '২৬ পুর বোর্ডের তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুর প্রতিনিধি। ৪৫ নম্বর (হুগলি নদীর ধার ঘেঁষে পোর্ট ট্রাস্ট রোড) ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের পুর প্রতিনিধি সন্তোষ পাঠক। ২০০৫ – ২০১০, ২০১০ – '১৫, ২০১৫ – '২০ বর্তমান ২০২১ – '২৬ কলকাতা পুর বোর্ডের আইএনসি দলের সদস্য। ৫৬ নম্বর (পামার বাজার, কনভেন্ট লেন) ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুর প্রতিনিধি বর্তমান পুর বোর্ডের মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দার। ১৯৯৫ – ২০০০ পুর বোর্ডের আইএনসি দলের সদস্য আর ২০০০ – '০৫, ২০০৫ – '১০, ২০১০ – '১৫, ২০১৫ – '২০ আর বর্তমান ২০২১ – '২৬ পুর বোর্ডের এআইটিসি দলের সদস্য। ৭৯ নম্বর (গড়াগাছা রোড) ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুর প্রতিনিধি বর্তমান পুর বোর্ডের মেয়র পারিষদ সদস্য বর্তমান পুর বোর্ডের প্রোটেম স্পিকার রাম পিয়ারী রাম। ২০০০ – '০৫, ২০০৫ – '১০, ২০১০ – '১৫ পুর বোর্ডের আইএনসি দলের পুর সদস্য আর ২০১৫ – '২০ আর বর্তমান পুর বোর্ডের এআইটিসি দলের সদস্য। ৮২ নম্বর (আলিপুর রোড, টলি নালা, গোপালনগর রোড) ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুর প্রতিনিধি বর্তমান পুর বোর্ডের মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ২০০০ – '০৫, ২০০৫ – '১০, ২০১০ – '১৫, ২০১৮ – '২০ আর ২০২১ – '২৬ বর্তমান পুর বোর্ডের এআইটিসি দলের পুর সদস্য। ৮৫ নম্বর (ডোভার লেন, গড়চা ফার্স্ট লেন, রমনী চ্যাটার্জী রোড) ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুর প্রতিনিধি বর্তমান পুর বোর্ডের মেয়র পারিষদ সদস্য দেবাশিস কুমার। ২০০০ – '০৫ পুর বোর্ডের নির্দল (জোড়া পাতা প্রতীক) সদস্য, ২০০৫ – ২০১০ পুর বোর্ডের এন.সি.পি. দলের সদস্য, ২০১০ – '১৫, ২০১৫ – '২০ আর ২০২১ – '২৬ পুর বোর্ডের এআইটিসি দলের পুর সদস্য। ৮৮ নম্বর (টলি নালা, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি রোড) ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুর প্রতিনিধি বর্তমান পুর বোর্ডের অধ্যক্ষা মালা রাম। ১৯৯৫ – ২০০০ পুর বোর্ডের আইএনসি দলের পুর প্রতিনিধি, ২০০০ – ২০০৫ পুর বোর্ডের এআইটিসি দলের পুর সদস্য, ২০০৫ – '১০ পুর বোর্ডের এন.সি.পি.দলের সদস্য, ২০১০ – '১৫ পুর বোর্ডের আইএনসি দলের পুর প্রতিনিধি, ২০১৫ – '২০ আর ২০২১ – '২৬ পুর বোর্ডের এআইটিসি দলের পুর প্রতিনিধি। ৯৭ নম্বর (নগেন্দ্র নারায়ণ দত্ত রোড, শান্তি নগর কলোনি) ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুর প্রতিনিধি বর্তমান পুর বোর্ডের মেয়র পারিষদ সদস্য দেবব্রত মজুমদার। ২০০০ – '০৫, ২০০৫ – '১০ পুর বোর্ডের বিজেপি দলের পুর প্রতিনিধি, ২০১০ – '১৫, ২০১৫ – '২০ আর বর্তমান ২০২১ – '২৬ পুর বোর্ডের এআইটিসি দলের পুর প্রতিনিধি। ১১২ নম্বর (বিধানপল্লি রোড, বাঁশদ্রোণী জনতা কলোনি) ওয়ার্ড থেকে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুর প্রতিনিধি গোপাল রায়। ১৯৯৫ – ২০০০ পুর বোর্ডের আইএনসি দলের পুর প্রতিনিধি, ২০০০ – '০৫, ২০০৫ – '১০, ২০১০ – '১৫, ২০১৫ – '২০ আর বর্তমান ২০২১ – '২৬ পুর বোর্ডের এআইটিসি দলের পুর প্রতিনিধি। ১১৫ নম্বর (পশ্চিম পুটিয়ারি, করুণাময়ী ঘাট রোড, এম জি রোড) ওয়ার্ড থেকে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুর প্রতিনিধি ১৩ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষা রত্না সুর। ১৯৯৫ – ২০০০ পুর বোর্ডের আইএনসি দলের পুর প্রতিনিধি, ২০০০ – '০৫, ২০০৫ – '১০, ২০১০ – '১৫, ২০১৫ – '২০ আর বর্তমান ২০২১ – '২৬ পুর বোর্ডের এআইটিসি দলের পুর প্রতিনিধি। ১৩৬ নম্বর (এম এ ফারুক রোড, মুদিয়ালি রোড, শিমপুকুর রোড) ওয়ার্ড থেকে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেস দলের পুর প্রতিনিধি প্রাক্তন মেয়র পারিষদ সদস্য সামসুজ্জামান আনসারি। ১৯৯০ – ১৯৯৫ পুর বোর্ডের নির্দল পুর প্রতিনিধি, ১৯৯৫ – ২০০০, ২০০০ – '০৫, ২০০৫ – '১০ পুর বোর্ডের আইএনসি দলের পুর প্রতিনিধি, ২০১০ – ২০১৫, ২০১৫ – '২০ আর বর্তমান ২০২১ – '২৬ পুর বোর্ডের এআইটিসি দলের পুর প্রতিনিধি। তিনি বলেন, এখনও ১৭৭ ভোটে প্রথমবারের জয়ের পরে মুখে লেগে প্রথম দিনের হাসি। এবার ৯,৭০৭ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ।

লেন্স বার্তা

বেআইনি নির্মাণের ফলে,বন্ধ পেট্রলপাম্প,নিউটাউন এর কাছে।

অত্যাধুনিক প্রক্রিয়ায় চলছে রাস্তা পরিষ্কার –এর কাজ, নিউটাউন।

শিল্প ও শিল্পী,কথায় নয়– কাজেই হোক পরিচয়

আমার শহর। ছবি : অভিজিৎ কর

রাজ্য বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০ ডিসেম্বর ভারত সরকারের ক্রীড়া দপ্তরের এবং যুব দপ্তরের তত্ত্বাবধানে থাকা নেহেরু যুব কেন্দ্র সংস্থানের রাজ্য বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রত্যেক বছরই এই সময় প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে বক্তৃতা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বেছে নেওয়া হয় তাদের যারা জানুয়ারি মাসে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে জাতীয় বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। প্রথমে বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জেলা স্তর পেরিয়ে রাজ্য স্তর তারপর জাতীয় স্তর। পশ্চিমবঙ্গের যে তিনজন রাজ্য স্তরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের দীতসা রায়, রঘুনাথ পুরের মিতালি ঘোড়াই এবং উত্তর দিনাজপুরের সামিম আখতার। দেশাত্ববোধ এবং জাতি গঠনের ভাবনা নিয়ে এই প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আসানসোলের কাজী নজরুল বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক দেবাশিস নন্দী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রেয়া মৈত্র এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অরুণিমা দে ধর। ২৩ জন এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নেহেরু যুব কেন্দ্র সংস্থানের পশ্চিমবঙ্গ শাখার অধিকর্তা নন্দিতা ভট্টাচার্য।

শুরু হল সঙ্গীত মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অন্যান্য বছরের মতো এবছরও মুখ্যমন্ত্রীর তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমি মুক্তমঞ্চ, বড়িশা ক্লাব ময়দান এবং চারুকলা পর্ষদ সংলগ্ন মুক্তমঞ্চ। প্রতিদিন

'বাংলা সঙ্গীতমেলা–২০২১' এবং 'বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসব–২০২১' কলকাতার ১১টি মঞ্চে ২৫ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত আয়োজিত হবে। মঞ্চগুলি হবে– রবীন্দ্রসদন, শিশির মঞ্চ, রবীন্দ্র–ওকাকুরা ভবন, ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রামঞ্চ, হেদুয়া পার্ক, মধুসূদন মুক্তমঞ্চ, একতারা মুক্তমঞ্চ, দেশপ্রিয় পার্ক, বিকাল ৫টা থেকে শুরু হবে বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবারের সঙ্গীতমেলায় কলকাতায় ১১টি মঞ্চে প্রায় পাঁচ হাজারেরও বেশি সঙ্গীতশিল্পী/সঞ্চালক/যন্ত্রশিল্পী অংশগ্রহণ করবেন। এই সঙ্গীতমেলায় কলকাতা ছাড়াও বিভিন্ন জেলার শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত বিভিন্ন সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ও কর্মশালার অংশগ্রহণকারী প্রতিভাবান নবীন শিল্পীরাও এই মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। বিশ্ববাংলা লোকসংস্কৃতি উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলায় লোকশিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন।

দেশপ্রিয় পার্কে খ্যাতনামা বাংলা ব্যান্ডের পাশাপাশি নবীন বাংলা ব্যান্ডগুলিও অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে। গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায় ২৫ ডিসেম্বর ২০২১ থেকে ১ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে 'শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি : সুবিনয় রায় ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য' শীর্ষক একটি প্রদর্শনী। প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত এই প্রদর্শনী খোলা থাকবে। বাংলা সঙ্গীতমেলা উপলক্ষ্যে বড়িশা ক্লাব ময়দানে অস্থায়ী স্টল তৈরি করে সঙ্গীত–বিষয়ক পুস্তক, সিডি, রকমারি হস্তশিল্পের প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকছে। সেই সঙ্গে থাকছে নানান স্বাদের খাবারের স্টল।

ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র

রেকর্ড জয়ের পর, শাসক দলের বিজয় উল্লাস হেলমেট বিহীন মাথায় হাতে পতাকাতেই যাবতীয় দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় বলে মনে হয়। কদিন আগে দুই বাইক আরোহী হেলমেট বিহীন অবস্থায় রাস্তা দিয়ে চলার পথে পুলিশের ভয়ে ল্যাম্পপোস্ট থেকে দলীয় পতাকা খুলে নিয়ে ওড়াতে ওড়াতে পুলিশের নাকের ডগা দিয়েই পেরিয়ে গেল বহু সিগন্যাল।

৮ বাঙালি বিজ্ঞানী পেলেন এসইআরবি–স্টার পুরস্কার

পিআইবি : এবছর এসইআরবি–স্টার পুরস্কার প্রাপকদের অন্যতম হলেন কলকাতার ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (আইআইএসইআর)–

এর কেমিক্যাল সায়েন্সের অধ্যাপক ডঃ সায়ন ভট্টাচার্য। অন্যান্য পুরস্কার জয়ী বিজ্ঞানীদের মধ্যে রয়েছেন কলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সের অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ডঃ রাজীব কুমার গোস্বামী, ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্সের অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির অ্যাসোসিয়েট প্রফেসার ডঃ শান্তনু মুখোপাধ্যায়, পুনের আইআইএসইআর–এর বায়োলজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সুতীর্থ দে, টিআইএফআর–এর ইন্টারন্যাশনাল

সেন্টার ফর থিয়োরেটিক্যাল সায়েন্সেস–এর ফিজিক্যাল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সমৃদ্ধি শঙ্কর রায়, সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো–ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের সহঅধ্যাপক ডঃ হীরক চক্রবর্তী, হায়দ্রাবাদ আইআইটি–র মেটিরিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং–এর অধ্যাপক ডঃ পিনাকী প্রসাদ ভট্টাচার্য এবং ভোপালের আইআইএসইআর–এর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস–এর সহঅধ্যাপক ডঃ সৌরভ দত্ত।

এসইআরবি সায়েন্স অ্যান্ড

টেকনোলজি অ্যাওয়ার্ড ফর রিসার্চ (এসইআরবি–স্টার) পুরস্কারটির প্রবর্তক ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ বোর্ড (এসইআরবি)। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য গবেষকদের স্বীকৃতি এবং পুরস্কার দেওয়া। এসইআরবি বিজ্ঞান এবং কারিগরি ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণায় সহায়তা দেয় বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে। গত কয়েক বছরে এসইআরবির আওতায় গবেষকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাঁরা দেশের বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে সেই অনন্য অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যই এসইআরবি–স্টার–এর এই উদ্যোগ। এছাড়া, মৌলিক গবেষণায় উৎসাহিত করাও চলতি পরিকল্পনার লক্ষ্য।

ডঃ সায়ন ভট্টাচার্যের গবেষণা ন্যানো মেটিরিয়াল নিয়ে। তাঁর চলতি গবেষণাগুলি হল ক) ফটো ভোল্টাইক্স : ন্যানো ক্রিস্টাল অ্যাসিসটেড মেটাল হ্যালাইড, পেরোভস্কাইট, সোলার সেল্স, খ) ইলেক্ট্রো ক্যাটালিটিক অ্যান্ড ফোটো ক্যাটালিটিক হাইড্রোজেন জেনারেশন, এন২ এবং সিও২ (নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই অক্সিজেন হ্রাস) রিডাকশন, গ) জিঙ্ক এয়ার ব্যাটারি অ্যান্ড ফোটো রিচার্জেবেল ব্যাটারি।

ডঃ রাজীব কুমার গোস্বামীর গবেষণার বিষয়, অ্যাসাইমেট্রিক সিন্থেসিস অফ বায়ো–অ্যাক্টিভ ন্যাচারাল প্রোডাক্টস এবং অনন্য জৈব রূপান্তরের জন্য পদ্ধতির বিকাশ ঘটানো এবং প্রাকৃতিক পণ্যের রোগ নিরাময়যোগ্য জৈব প্রয়োগ।

ডঃ শান্তনু মুখোপাধ্যায়ের গবেষণা ইন্যানশিওসিলেক্টিভ ক্যাটালিসিস নিয়ে এবং তিনি তাঁর গবেষণায় বিশেষ জোর দিয়েছেন 'নিউ ক্যাটালিটিক ইন্যানি্শওসিলেক্টিভ ট্রান্সফরমেশন' নিয়ে।

ডঃ সুতীর্থ দে–র গবেষণার বিষয় বাস্তুশাস্ত্রের অন্বেষণ এবং জনসংখ্যা ও জনগোষ্ঠির বিবর্তন।

ডঃ সমৃদ্ধি শঙ্কর রায়ের গবেষণার বিষয়– 'নন ইক্যুইলিব্রিয়াম স্ট্যাটিসটিক্যাল ফিজিক্স' এবং 'ফ্লুইড ডায়নামিক্স' ইন্টারফেস। তাঁর গবেষণার মূল বিষয়টি হল– 'টার্বুলেন্স অ্যান্ড টার্বুলেন্ট ট্রান্সপোর্ট' বিষয়ে।

ডঃ হীরক চক্রবর্তী কাজ করছেন ১)রোল অফ মেমব্রেন কম্পোজিশন অন অলিগোমারাইজেশন অফ মেমব্রেন–বাউন্ড পেপটাইডস এবং ২) ডেভেলপিং ব্রড– স্পেকট্রাম পেপটাইড–বেসড মেমব্রেন ফিউশান ইনহিবিটার্স–এর সৃষ্টি।

ডঃ পিনাকী প্রসাদ ভট্টাচার্যির গবেষণা প্লাস্টিকের 'ক্রিস্টালোগ্রাফিক টেক্সচার' ও ধাতুর বিকৃতি ও তার পুনরুদ্ধার নিয়ে।

ডঃ সৌরভ দত্তের গবেষণার বিষয়– উদ্ভিদের কোষবৃদ্ধির চর্চার প্রয়োজনে রুট হেয়ারকে মডেল হিসেবে গণ্য করা।

মাঙ্গলিকী

কোর্টরুম ড্রামায় জমজমাট 'অনুসন্ধান'

বিচার ব্যবস্থা নিয়ে এক খেলা। যা কখনই ছেলেখেলা নয়। সেই খেলার সুলুক সন্ধান করলেন ডঃ শঙ্কর ঘোষ।

এক দুর্গাপূজা দিয়ে ছবির শুরু। দশমীর দিন সিঁদুর খেলা দিয়ে ছবির সমাপ্তি। মাঝখান জুড়ে রয়েছে ইন্দ্রের (শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়) জীবনের ওঠাপড়ার কাহিনি। ইন্দ্রের ঘরে আছেন স্ত্রী, পুত্র,মা। স্বচ্ছল বনেদি বাড়ি। বাবা অনেক কষ্ট করে সংসার চালাতেন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়েঅজান্তেই ইন্দ্র জড়িয়ে পড়েছেন এক বিরাট অপরাধে। শুধু মজুমদার সাহেবের (কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়) অতর্কিত মৃত্যুই নয়, পরে আত্মহত্যা করেছেন মজুমদারের স্ত্রী পাপিয়া (পায়েল সরকার)। মারা গেছে ইন্দ্র–পাপিয়ার বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের সন্তান পরীও। বিদেশের আদালত থেকে ডাক আসে কর্পোরেট দুনিয়ার ব্যস্ত মানুষ ইন্দ্রের। বিদেশে পৌঁছে এক ভয়ংকর ঝড় জলের রাতে ইন্দ্র গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে বসেন। আশ্রয় পান যে বাড়িতে, সেখানেই ইন্দ্রের মক ট্রায়াল শুরু হয়। আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করে গল্পের জট। ইন্দ্রের পক্ষে বিপক্ষে আইনজীবী রয়েছেন। পক্ষে প্রিয়াংকা সরকার।

বিপক্ষে ঋদ্ধি সেন। ধর্মাবতার রয়েছেন চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায়। মৃত্যুদন্ড কার্যকর যিনি করেন তিনিও হাজির জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। টুকরো টুকরো ফ্ল্যাশব্যাকে সমস্ত ঘটনাগুলি উঠে আসে দর্শকের সামনে। সেখানেই উদ্ঘাটিত হয় ইন্দ্রের পরকীয়া প্রেমের বিষয়টি। বস্‌কে ঘায়েল করার জন্য ইন্দ্রের তুরুপের তাস পাপিয়া। নিজে বিবাহিত হওয়া সত্বেও এমন যৌন সংসর্গে ইন্দ্রের জড়িয়ে পড়া উচিত কি না, সে ভালো–মন্দ বিচার না করেই সম্পর্কটা গড়ায় পাপিয়ার অন্তস্বত্বা হওয়া পর্যন্ত। বস্‌ের মৃত্যুতে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিবেককে কী ফাঁকি দেওয়া যায়। তারই চুলচেরা বিশ্লেষণ রয়েছে ছবির শেষার্দ্ধে।

ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে এ ছবির দৃশ্যগ্রহণ হয়েছে। যেহেতু রহস্যের উদ্ঘাটন করা হচ্ছে, তাই ছবিতে আলোর ভাগ কম, আঁধারের ভাগ বেশি। চিত্রগ্রহণে সেই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন টুবান। নিপুণ সম্পাদনা রবিরঞ্জন মৈত্রের। নিজের লেখা গানে সুর দিয়ে গেয়েছেন অনুপম রায়। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের। যারা ছবি জুড়ে তিনি স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল। একটা চরিত্র কিভাবে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে শাশ্বত তা দেখিয়েছেন। যোগ্য সঙ্গত করেছেন পায়েল সরকার। চরিত্রটির নানা মুড তার অভিনয়ে ফুটে উঠেছে অনায়াসে। বস্ এর ব্যক্তিত্বটুকু কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় দারুণভাবে ফুটিয়েছেন। কোর্টরুমের কুশীলবদের (চূর্ণী, প্রিয়াংকা,ঋদ্ধি, জয়দীপ) সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কারও বেশি, কারও কম নয়। ওই চৌহদ্দির মধ্যে শিল্পীরা স্বতঃস্ফূর্ত। সারা পৃথিবী জুড়ে বিচারব্যবস্থার জন্য বহু নিরপরাধীরা সাজা পান, বহু অপরাধী বেকসুর খালাস পান। তেমনই এক বিষয় নিয়ে ছবি করে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় যে মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন, তা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতেই হয়।

চিরাগ–এর বার্ষিক কবিতা পাঠের আসর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চাশ জন কবি–সাহিত্যিকের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ১৯ ডিসেম্বর রবিবার সারাদিন ধরে পাড়ুয়া বিএড কলেজে চিরাগ সাহিত্য পত্রিকার উনত্রিশ তম বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেতার ও দূরদর্শন খ্যাতশিল্পী প্রদীপ ঘোষের উদ্বোধনী সঙ্গীত 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' গাইলেন। এরপর তিনি নেতাজির আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিখ্যাত গান 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' এর মধ্য দিয়ে সূচনা হয়। সম্পাদকীয় বক্তব্য উপস্থাপন করেন চিরাগ 'ত্রৈমাসিক সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সেখ নসরৎ আলি। দ্বিশতবর্ষ জন্মশতবর্ষ অতিক্রমকারী 'বিজ্ঞান মনস্কতা' প্রসঙ্গে আলোচনা

করেন অধ্যাপক স্বপন চট্টোপাধ্যায়। এবারে পশুপতি ঘোষাল স্মৃতি স্মারক পুরস্কার পান রিষড়ার অশোক মুখোপাধ্যায় ও সুধা সাহিত্য স্মারক অর্জন করেন ত্রিদিবেশ বন্দোপাধ্যায়। বাচিক শিল্পী তপন ভট্টাচার্য কবি অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'ছন্নছাড়া' কবিতা পাঠ শ্রোতাদের বেশ ভালো লাগে। চিরাগের আয়োজনে গল্প ও কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম বৈচিত্র ধীরেন্দ্র নাথ রায় 'ওরা মরে না' দ্বিতীয় শ্রীরামপুরের তিস্তা বেজ 'পাললিক শিলা' এবং নন্দিতা সিনহার 'প্রতিবিম্ব'। দ্বিতীয় পর্বে স্বরচিত, অপ্রকাশিত অনুগল্প ও কবিতা পাঠের আসরে সেরা হলেন শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য স্মৃতি স্মারক পুরস্কার প্রাপক উদয়ন চক্রবর্তী 'দয়াময়ীর' গল্পে, দ্বিতীয় ডক্টরেট রমলা মুখার্জীর 'মেয়েলিপনা'। তৃতীয় সুনীতি কুমার বন্দোপাধ্যায়ের 'সিমপ্যাথি'। কবিতায় প্রথম দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি স্মারক পুরস্কার পান শম্পা চট্টোপাধ্যায় 'অতৃপ্ত হৃদয়ে' দ্বিতীয় আশীস মিত্র 'সময়' তৃতীয় মঙ্গল কুমার বন্দোপাধ্যায়ের 'আজ মোবাইলটা থাক'। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালন করেন বাচিক শিল্পী তপন ভট্টাচার্য।

সুন্দরবনের কারুশিল্প ও কারুশিল্পী

উজ্জ্বল সরদার : সাগর চট্টোপাধ্যায় লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০২১, কলকাতা, মূল্য– ২৫০ টাকা। জল জঙ্গল বাঘ কুমিরের অবাধ বিচরণস্থল সুন্দরবন। তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই এখানকার মানুষের প্রতি দিনের জীবন। গ্রাম সুন্দরবনের গাঁইয়া মানুষরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে বংশ পরম্পরায় যে শিল্প সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রেখেছেন তা শুধু চমকপ্রদ নয়, এক বিস্ময় ও বটে। দ্বীপময় সুন্দরবনের প্রায় প্রতিটি গ্রামে গ্রামে আজও শিল্পীরা শিল্প সৃষ্টি করে চলেছেন নিভৃতে। কাঠ, মাটি, কাপ,সুতো এসবের সহজলভ্যতার দরুন এতদঞ্চলের মানুষ এসব কিছু দিয়েই তাদের শিল্পজ সৃষ্টি করেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সুন্দরবনের এসব সৃষ্টি হারিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর ধরে। আদতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারী, সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতায় সুন্দরবনের গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে ঘুরে তথ্য জোগাড় করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। ভারতীয় সুন্দরবনের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার মোট ১৬টি ব্লকের প্রায় ২৫০ টির ওপর গ্রাম সমীক্ষা করে কারুশিল্পীদের সন্ধান করেছেন। তাঁর সম্পূর্ণ গ্রাম সমীক্ষার মধ্যে মাত্র নয়টি গ্রামের তথ্যাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে

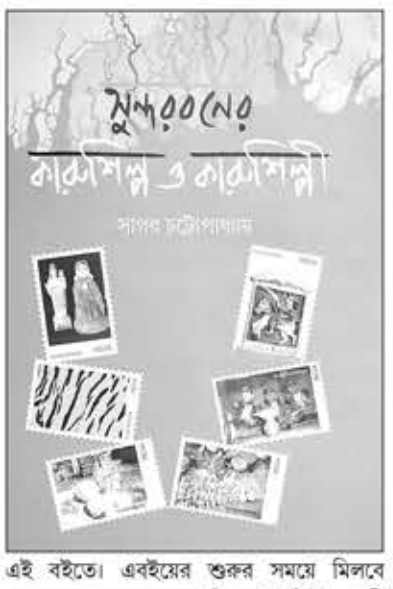

এই বইতে। এবইয়ের শুরুর সময়ে মিলবে সুন্দরবনের লোকজ কারু শিল্পের বৈশিষ্ট্য, শ্রেণী বিন্যাস, ইতিহাস, অবস্থানগত গুরুত্ব, ভৌগলিক রূপরেখা, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কথা প্রভৃতি। বইটিতে সুন্দরবনের মৃৎ শিল্প, দারু শিল্প, উলুটি ভাস্কর্য, বাঁশ বেতের কাজ, চাটাই মাদুর শিল্প, পটচিত্র প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা। বই –এর মধ্যবর্তী অংশে বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত হয়েছে সুন্দরবনের গ্রামভিত্তিক কারুশিল্প ও কারুশিল্পীদের কথা। এমন সুন্দর সুসজ্জিতভাবে যে গ্রামের কথা লিপিবদ্ধ করা যায় তা এক কথায় চমকপ্রদ বলা চলে। বইটির শেষ অংশে সুন্দরবন অঞ্চলের কারুশিল্পে উৎকীর্ণ, খোদিত, লিখিত লিপির তালিকা তুলে ধরে ইতিহাসের আকর উপাদান সংরক্ষিত হয়েছে। বইটির একেবারে শেষ অংশে বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবী, লোকজ ব্যাবহার্য জিনিসের স্পষ্ট স্কেচ ও তারপর রঙিন ছাপা স্পষ্ট ছবি প্রশংসার দাবীদার। আর এই অংশেই আছে একটি মানচিত্র, যেখানে ভারতীয় সুন্দরবনের 'কারুশিল্প ও কারুশিল্পী'দের গ্রামভিত্তিক অবস্থানকে চিহ্নিত করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণভাবে। বইটির ছিমছাম মনোরম প্রচ্ছদ অনন্যতা পেয়েছে তার রঙ, ছবি নির্বাচন ও চিত্রলিপির ধরণের জন্য। এই বই তৈরির জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রম লুকিয়ে আছে তাতে মুদ্রিত মূল্য নিতান্তই কম, শুধুমাত্র সরকারি প্রকাশনী বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে বলেই হয়ত। তথ্যের সমাহারের পাশাপাশি একটি লেখায় মন মানসিকতা কীভাবে উজাড় করে ঢেলে দেওয়া যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সাগর চট্টোপাধ্যায়ের সুন্দরবনের 'কারুশিল্প ও কারুশিল্পী' গ্রন্থটি।

সোনারপুর বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সোনারপুর রেল কোয়াটার পার্কের মাঠে ১৮ ই ডিসেম্বর শনিবার থেকে শুরু হল ৩২ তম সোনারপুর বইমেলা, চলবে আগামী ২৪ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত। সোনারপুর ক্লাব সমন্বয় সম্মিলনী' র উদ্যোগে চলা এই মেলা বর্তমান পরিস্থিতির জন্য বেশ ক্ষুদ্র পরিসরে আয়োজিত হয়েছে। ছোট আকারে বইমেলা কিন্তু 'প্রানবন্ত' এই কথার ওপর নির্ভর করেই এবারের সোনারপুর বইমেলা। এই মেলায় অতীতে বিখ্যাত প্রকাশকদের স্টল দেখা গেলেও এবারে তা একেবারেই নেই। সোনারপুর কেন্দ্রিক কিছু ছোট পত্রপত্রিকার ও দেখা মিলছে এই বইমেলাতে। শনিবার বিকালে সাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে এই মেলার উদ্বোধন পর্ব সমাপন হয়। বইমেলায় হাজির হওয়া পুরানো বইয়ের স্টলে মানুষের কেনাকাটার ঝোঁক ছিল নজরকাড়া। এবারের মেলায় প্রবেশের জন্য বইমেলা কমিটি কোনও রূপ প্রবেশমূল্য ধার্য করেননি। অন্যান্যবারের মত এবারের সোনারপুর বইমেলার মূল ভাবনার কোন জেলাকে ভাবা

হয়নি। রেল কোয়াটার পার্কের মাঠের দুই দিকের মাঠের অংশকে কাজে লাগিয়ে বইয়ের স্টলগুলিকে বসানো হয়েছে। মেলায় প্রবেশের সব দিকেই স্যানিটাইজেশানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, মেলায় প্রবেশের ক্ষেত্রে মাস্ক মুখে দেওয়াও বাধ্যতামূলক। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার গুরুত্বপূর্ণ বইমেলার মধ্যে সোনারপুর বইমেলার নাম প্রথম সারিতে আছে বহু বছর ধরে। উল্লেখ্য স্বাস্থ্যবিধিকে মান্যতা দিয়ে জেলায় এমন একটি বইমেলার আয়োজনের উদ্যোগ সত্যই প্রশংসনীয়।

বিবেক
শেখ গোলাম মাবুদ

বিবেক জানি এমন এক আলো
মনের মাঝেতে এসে
ওই আলোতে চেতনা যোগায়
সবাইকে ভালোবেসে
বিবেক জানি এক উজ্জ্বল বোধ
দেয় বন্ধুত্বের সাথ
হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়
বাড়ায় প্রীতির হাত
বিবেক জানি জাগ্রত ধ্রুবতারা
সত্যের আহ্বান
খুশী মধুর সুরে বাজে
মহামিলনের গান
বিবেকের আলো ছুঁয়ে যাক এসে
সকলের প্রাণে মনে
তবেই সমাজ মধুময় হবে
শান্তি সর্বজনে।
(মানশ্রী, বিষ্ণুবাটি, পূর্ব বর্ধমান)

কখনো কখনো
তপন কুমার দাস

কখনো কখনো
কারো ভেঙে যায় বুক
আর সে তখন
চিতকার করে
বলে ওঠে –
কে আছো
আমাকে বাঁচাও
(বালিয়ডাঙা, চাকদহ, নদীয়া)

গন্তব্যস্থল
বিক্রমজিত ঘোষ

পাহাড়ের নীচে সমতলে –
নদী বয়ে যায় তার নিজস্ব ধারায়।
পাহাড় থেকে নেমে আসে ঝর্ণা
উথাল–পাথাল ক'রে তোলে পাহাড়ের বুককে।
ঝর্ণার জল ভাসিয়ে নিয়ে আসে
নুড়ি–পাথর তার স্রোতের সাথে।
শেষে কোথায় সে পৌঁছাবে –
নিজেরাও জানে না তারা।
ভেসে যায় ঝর্ণার জলের সাথে
তাদের অনন্ত গন্তব্যস্থলে।
(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া–৭১১১০১)

অভিযান
পার্থ সারথী সরকার

মিছিলের মুখে উঠছে জ্বলে কৃষকের কলরব
বসন্তের রাঙা সূর্য যেন ফুটন্ত বিপ্লব
ঋণ গিলোটিনে কৃষক মরে ধান কেঁদে যায় মাঠে
বহুজাতিক বিলাসী গ্রাস নিতে চায় জমি লুটে
দাম পায় না কৃষকের ঘাম থাকে না ঘরের ধান
মহাজনী থাবা যত কৃষকের রক্ত করে পান
দেশপ্রাণ বন্দুকও জানে কৃষকের অবদান।
ছুঁড়ে ফেলেছে নির্বোধ রাজা কৃষকের অবদান
ব্যারিকেড তুমি দিয়েছো রাজা তে–ভাগা,
সিঙ্গুর গেছ ভুলে
মুছে যাবে সব লৌহ ব্যারিকেড মিছিলের
দাবানলে।
(হরিদেবপুর, কল–৮২)

রক্তক্ষরণ
ভীম ঘোষ

তুমি বলেছিলে আকাশ হব
কোনও গোপনতায় ঢাকবে না বুক।
আচারে বিচারে বাড়ন্ত উচ্চতায়
পোড়াবেনা কখনো কোনো অস্তিত্ব।
যেমন সমুজ্জ্বল ভোর ছুঁয়ে থাকে, ঠিক তেমনি
অঙ্গীকারবদ্ধ হাত দুটি রেখেছ পেতে পূর্ণ চেতনায়

ঋতু বদলে দেখি ভিন্ন আকৃতি ভিন্ন ছবি।
মাটির ঘ্রাণে প্রচ্ছায়া ঢেকেছে মুখ।
অতি বেদনায় নীরব, পাথর হয়ে গেছি।
অন্য উপকূল থেকে ছুটে আসছে ঝোড়ো হাওয়া
আমাকে সান্ত্বনা দেয় দিগন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,
রোদে জ্বলে কখন যে মিশে গেছি প্রকৃতির নিয়মে।
নিজেও জানিনা, ঋতুর মৌলিকত্ব।

এখানে তোমাকে দেখি, এক চোখে জল
আর অন্য চোখে ঝরন্ত রক্ত।
কোনো ঋতু আজ আর সায় দিচ্ছে না
মৃত্যু সাঁকোয় দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছ
পুরোনো স্মৃতিগুলো খোবলাতে থাকে মস্তিষ্ক।
অকারণ এত রক্ত ক্ষরণ, দেখে চমকে উঠি
মানবিক চিত্তে।
(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

শান্তির কুঠিরে
সীতারাম ভকত

হঠাৎ কল্লোল শুনি জনস্রোতের বাঁকে
ছুটে আসে প্রকান্ড জোয়ার
উদ্বেলিত জীবন যন্ত্রণা চারিদিক হতে,
ছুটে আসে বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো
করোনার ঢেউ অজস্র উচ্ছ্বাসে।
বিস্ময়ে তাকাই –
মুহূর্তেই দেখি এক ঝাঁক কঙ্কালের মুখ
বিকৃত মানুষ বুঝি – কার্টুনের মতো
নেমে আসে পাহাড় ডিঙায়ে, মাঠ বেয়ে,
পরিযায়ী পাখীর মতো, মৃত্যুভয় পিছনে ফেলে
ছুটে চলে সমুদ্রের স্রোতের মত,
একান্তভাবে নিজগৃহে – হয়তো বা
মৃত্যু মিছিলে – শান্তির কুঠিরে।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

সত–এর স্থান
সুন্দর কুমার মণ্ডল

তোমার কথা ভাবতে ভাবতে
পৃথিবীর ছবি আঁকলাম,
ছবিতে তোমার ছায়াও এলো না
এলো ভূতপ্রেতের মূর্তি।
তোমাকে আনার জন্য
শক্ত হাতে তুলিটা ধরলাম
অভিজ্ঞদের কথা মত চলে
দীপান্তরে তোমাকে স্থান দিয়েও
বাতাস ফিরিয়ে আনলো
হিংসা রাহাজানির দুয়ারে।

সবুজ দ্বীপে তুমি একা
বাকী সবাই সবুজ ফিকে করার জন্য।
তোমার দরজা খোলা নেই
কারণ পণ্ডিতরা এখন রঙ মেখে
তাদের পাণ্ডিত্য ফলাতে ব্যস্ত।
(নবগ্রাম–সিকিপুর, হাওড়া)

চাষার ভাবনা
রাজেশ মণ্ডল

ধোঁয়া ধূলো ধোঁয়াশায় নেই তারা আকাশে
আশা–য় মরে চাষা, শীতের এই পরশে
তবু ভোরে ওঠে চাষা কাঁধে নেয় লাঙল, রশা
সারাদিন চাষ করে ঘরে ফেরে সবার পরে
এই কী দুর্দশা !
দিনভর সেই কথা ভাবে মনে চাষা
(বিদুপাড়া, সোমপাড়া, মুর্শিদাবাদ)

বাঁচাও গাছ বাঁচুক প্রাণ
শিবনাথ মণ্ডল

গাড়ীঘোড়া বাড়ছে, বাড়ছে বাড়ী
কলকারখানা আর ধোঁয়ার গাড়ী।
গাছপালা কাটছে, প'ড়ছে চড়া
পৃথিবীটা একদিন হয়ে যাবে খরা
এসো সবে একসাথে শপথ করি
আমরাই জগত সবুজে ভরাতে পারি
অপচয় নষ্ট করবো না জল
দায়িত্বে রাখলে পাবো সুফল
সকলে গাছ বাঁচাও, প্রকৃতি বাঁচাও
গাছ আমাদের বাঁচায় প্রাণ
গাছকাটা বন্ধ হোক বিধান।
(কবুড়া, পাঁচপাড়া, হুগলি)

বিচ্ছিন্ন
আর্য বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবারে আজ কেউ নেই, আছি আমরা দুজন
ও আর আমি দুই নিকট বন্ধু, খুবই আপনজন
আমার কষ্টের সমব্যাথী ও, ওর কষ্টের আমি
দুজনের কাছে আমরা উভয়ই বড় বেশী আজ দামী।

বিশাল বাড়ীতে একাকীত্বের যন্ত্রণা যে কত
যারা থাকে তারা বোঝে,
তাদের তিল তিল করে জমানো ব্যাথা
কেউই বুঝবে না তো
কখন যে কোন বিপদ আসে, বড়ই চিন্তা হয়
বাড়ীর বাইরে থাকলে এখন একটাই ভয়।
ওকে একা রেখে যেতে চাইনা কখনও
কিছুটা আনন্দের খোঁজে
সব বাঁধন ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ি।
(কলকাতা)

শীতের দিনে
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতের দিনে গরম পোষাক, গরম খাবার ভালো
শীতের দিনে আগুন পোহায় গ্রামের মানুষ গুলো

শীতের দিনে বনভোজনে কত মানুষ যায়
শীতের ঠাণ্ডা লাগে, থাকলে খালি গায়
শীতের দিনে ফুল ফোটে ভাই, টগর, গাঁদা যত
শীতের দিনে পিঠেপুলি খাই যে ইচ্ছে মত।
শীতের দিনে নলেন গুড়ের হয় যে কত মিঠাই
গ্রাম শহরের চারিদিকে, দেখতে পাবে তাই।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

অণুগল্প

দংশন
বিমান কুমার দত্ত

প্রতিদিনের মত আজো মদ গিলে বাড়ী ফিরল বিপিন। নেশায় একদম চুর, পা টলছে। বাজার করতে দেওয়ার জন্য বড় ছেলে বিশু দু–শো টাকা দিয়েছিল। বাজার না করে খালি হাতে বাড়ী ফিরতে দেখে বৌ অঞ্জনী বলল, বুঝতে পেরেছি, ঐ টাকায় বাজার না করে, মদ গিলে বাড়ী ফিরলে! আগে বিশু আসুক। একটু কড়া ভাষায় বিপিন বলল, বিশু এসে করবেটা কি? আমার মাথাটা কেটে নেবে? এমন সময় সদর গেট খুলে বিশু বাড়ী ঢোকে। কথা কাটাকাটি শুনে মা–কে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার! অঞ্জলী সব কথা খুলে বলল, বিশু শুনে রেগে টং। নানা কটু ভাষায় বাবাকে ধিক্কার দেয়। নিত্য এই রকম আচার আচরণে শিক্ষিত ছেলের মাথাটা সমাজে হেঁট হয়ে যাচ্ছে। কথা শুনে বিপিনের মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। পাশে পড়ে থাকা এক টুকরো বাঁশ কুড়িয়ে নিয়ে বিশুকে মারতে উদ্যত হতেই বিশু বাবার হাত থেকে বাঁশটা ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাবার উদ্দেশ্যে বলে, যদি উল্টে তোমার মাথায় মারতাম তাহলে তোমার মান সম্মান কোথায় থাকতো! বাবা তুমি নেশাকরা ছেড়ে দিয়ে ভদ্র হও।

বিপিন কোন উত্তর না দিয়ে, বিশুকে জড়িয়ে ধরল। দু–জনের চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে।

অণুগল্প

অকারণ
সনৎ ঘোষ

দ্বিজেনের সঙ্গে সুচিস্মিতার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। দীর্ঘ পাঁচবছর পার্ক–গঙ্গার ধার–রেল স্টেশন নির্জন পায়ে চলার পথ এক আকাশ কথার সাক্ষী থেকে গেছে, থেকে গেছে হাজারো প্রতিশ্রুতি। এস–এস–সি তে সুচিস্মিতার চাকরীটা হয়ে গেছে। সারাদিন স্কুলে ব্যস্ত সে, সময় দিতে পারে না আর। ওর স্কুলের সহকর্মীরা ওর যাওয়া আসার সঙ্গী। টিউশানী যাওয়ার পথে দ্বিজেন লক্ষ্য করে সুচিস্মিতার উচ্ছলতা। পুরুষসহকর্মীরা সমসময় ঘিরে রাখে। সুচিস্মিতা এখন একটা বৃত্তের ভেতর। দ্বিজেনের সঙ্গে সুচিস্মিতার দেখা হয় আসা–যাওয়ার পথে, কথা হয় না। অনেক সময় দেখেই আনমনা হয় যায়, দুজনেই। এখন দ্বিজেনের মনে হয় এভাবে আর দেখা না হলেই ভালো হয় অথচ এই ছাড়ছাড়ির নেপথ্যে যুক্তিগ্রাহ্য কোন কারণ খুঁজে পায় না কেউ।
(শ্যামপুর, বাগনান, হাওড়া)

(প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১ / 9903835611)

প্রোটিয়া সফরের আগে গতবারের ফ্ল্যাশ ব্যাক

যুধিষ্ঠির নস্কর : দক্ষিণ আফ্রিকা সফর শুরু আগে পর্যন্ত বিরাট কোহলি বনাম বোর্ড বিতর্ক যথেষ্ট নাড়াচাড়া দিয়েছে। এখানে অবশ্য যত না বোর্ডের সঙ্গে সংঘাত হয়েছে তার চেয়ে ঢের বেশি বিবাদ বেঁধেছে সৌরভের সঙ্গে বিরাট। এমন একটা পরিস্থিতিতে সেই বিরাটের (টেস্ট অধিনায়ক) নেতৃত্বে প্রোটিয়া সমরে নামতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে ফ্ল্যাশব্যাকে একবার দেখে নেওয়া যাক গতবারের সফর। প্রসঙ্গত, সেবারও বিরাটই ছিলেন ভারত অধিনায়ক।

বিরাট আউট হয়ে যান দক্ষিণ আফ্রিকান লুঙ্গির অদম্য ডেলিভারিতে। তৎক্ষণাৎ খোলনলচে নড়ে ওঠে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের। তাও ভারতের মান উচু করে দিয়েছে অধিনায়ক কোহলির বিরাট ব্যাটিং। বস্তুত প্রথম ইনিংসে যে দক্ষিণ আফ্রিকা ভারতের চেয়ে সামান্যের বেশি লিড নিতে পারেনি তার মূল কারিগর কিন্তু অধিনায়ক কোহলি। প্রথম টেস্টে হারের পর অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিলেন সোশ্যাল সাইট সহ নানা জায়গায়। তাতে সামিল হয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন তারকা বীরেন্দ্র শেহবাগ। কিন্তু বিরাট যে কতটা চ্যালেঞ্জ নিতে ভালোবাসেন তার প্রমাণ মিলেছে অসাধারণ ১৫৩ এ। মুরলি বিজয়, পার্থিব-অশ্বিনদের নিয়ে যেভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন কোহলি তা ফের বুঝিয়েছে ক্রিকেট নামক গ্রহে দীর্ঘমেয়াদী স্যাটেলাইট হয়েই বিচরণ করবেন তিনি। অধিনায়কত্বের বোঝা সামলে তাঁর ব্যাট যেভাবে গর্জে উঠছে একের পর এক বিশ্বসেরাদের বিরুদ্ধে তাতে বহু সমালোচকের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। তাও তিনি ছাড়া বাকিরা এতটাই দুর্বল ভূমিকা নিয়েছেন যে আরও একটা জয় সহজেই হাসিল করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার সিংহরা।

নিজেদের চেনা পিচ ও বাউন্সি উইকেটে ভারতকে সহজ জায়গা দেবেন না যে প্রোটিয়ারা তা একরকম নিশ্চিত ছিল। তার ওপর বুমবুম ডেইল স্টেইন দীর্ঘদিনের চোট সারিয়ে ফিরছেন এটা নিশ্চিতভাবে বড় খবরও হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য। এর সঙ্গে রয়েছে এবি ডিভিলিয়ার্স ও অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসিদের বড় ইনিংস গড়ে তোলার কাজ। এসব ঠিকঠাক করতে পারলে ভারতকে যে কঠিন লড়াই সামলাতে হবে, এটা বলার জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাও প্রথম টেস্টে ভারত যে লড়াইটা দিয়েছে তা কোনওমতে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভারতের ছক পুরোপুরি ভেস্তে দিয়েছেন নয়া প্রোটিয়া তারকা ভার্নন ফিল্যান্ডার। বস্তুত মর্কেল ও রাবাদার সঙ্গে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ডই ভেঙে দিয়েছেন ফিল্যান্ডার। তাও বৃষ্টির জন্য একটা গোটা দিন বরবাদ হওয়ায় মাত্র ৪ দিনে পরিণত হয়েছিল কেপটাউন টেস্ট। এই অল্প সুযোগেই বাজিমাত করে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতে গিয়ে স্পিনিং ট্র্যাকে নাস্তানাবুদ হওয়ার দুঃখ পুরোপুরি ওসুল করে নিল ডিভিলিয়ার্স-ডুপ্লেসিরা। আর বাকি কাজটা তো করে দেখিয়ে দিলেন ফিল্যান্ডার। বস্তুত সেঞ্চুরিয়নে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে ঘুরে দাঁড়াতে তাই টিম কোহলি এখন ফিল্যান্ডার নামক মারণ অস্ত্রের ওষুধ খুঁজছে জোরকদমে। কিন্তু সেই দাওয়াই যাও বা মিলল (বিরাটের প্রথম ইনিংসের ব্যাটিং দেখে বলা) লুঙ্গি নামক আরেক অজ্ঞাতকুলশীল দ্বিতীয় টেস্টে নক আউট করে দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়াকে। গতবারের সফরের চেয়েও কী বেশি ভালো পারফর্ম করতে পারবে টিম ইন্ডিয়া? দেখার এখন সেটাই।

ভারতের পক্ষে বলার মতো অনেক ইতিবাচক ঘটনাও ঘটেছে প্রথম টেস্টে। যা নিশ্চিতভাবে দ্বিতীয় টেস্টের আগে নিজেদের ল্যাবে কাটাছেঁড়া করে দেখে নিয়েছেন কোহলি-শাস্ত্রী জুটি। প্রয়োজনে রোহিত শর্মা ও শিখর ধাওয়ানকে বসিয়ে অজিঙ্কে রাহানে ও কে এল রাহুলকে খেলানোর মাস্টার প্ল্যান ইতিমধ্যেই ছকে নিয়েছিলেনও তাঁরা। শেষমেষ অবশ্য রাহুল খেললেন, জায়গা পেলেন না অজিঙ্কে রাহানে। ভারতে তাঁর অফ ফর্মের জন্য নাকি তিনি বিবেচিত হন নি। অবশ্য রাহুল, পূজারার মতো টেস্ট ঘরানার ও বনেদি টেকনিকের মালিকও এখানে পুরো ফেল মেরে গিয়েছেন। শিখর ধাওয়ানকে বসিয়ে কে এল রাহুলকে খেলানোর ফাটকা তাই একেবারে মাঠে মারা গিয়েছে। এখানে বক্তব্য একটাই, ভারতের মাটিতে চেনা পিচে ঝুরি ঝুরি রান করা, আর বিদেশের বাউন্সি শক্ত পিচে রান করা এক নয়। এক্ষেত্রে টেকনিকটা অসম্ভব বেশি কাজ করে। তাও বিরাট বাদে আর প্রথম টেস্টে হার্দিক পাণ্ডিয়া ছাড়া বলার মতো কিছু করতে পারেন নি ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা। আর এ টেস্টে ভারত স্বান্তনা খুঁজবে কোহলির বিরাট ইনিংসের জন্য।

আইপিএলের হাল-বেহাল

অরিঞ্জয় মিত্র : এক যুগ হয়ে গেল এদেশে আয়োজিত হচ্ছে টি-২০-র ধুম তোলা আইপিএলের আসর। আর হ্যাঁ, আইপিএল আছে সেই আইপিএলেই। হাজার রজনী পার হয়ে যাওয়ার পরেও আমাদের বাংলার বহু যাত্রা বা নাট্যপালা যেমন নবরূপে আবির্ভূত হয় তেমনই অনেকগুলো বছর পরেও আইপিএল-এর আড়ম্বর এখনও দারুণ টাটকা। এটাই বোধহয় আইপিএলের জাদু। এমনিতে পুরনো ঘরানার টেস্ট ক্রিকেট থেকে একটু অন্যরকম স্বাদ পেতে ভারতীয়রা অনেকদিন আগেই ঝুঁকেছেন টি-২০ তে। এহেন ভারতে টি-২০-র একটা সর্বোচ্চ মানের লিগ বড় আকার ধারণ করবে এতো খুব স্বাভাবিক। আইপিএল এলে কলকাতার ধর্মতলা চত্বরে গেলে বোঝা যায় এখানকার সমর্থকেরা কতটা ক্রিকেট পাগল। কলকাতা,দিল্লি, গুজরাট, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করা আইপিএলের দেশি-বিদেশি তারকাদের হয়ে গলা ফাটাতে এই কদিন হরেকরকম জার্সির প্রায় হাট বসে যায় ময়দানে। কম বয়সী, মাঝ বয়সী থেকে প্রৌঢ়রাও যখন সেই পোশাক কিনতে হাপিত্যেশ করেন তখন বোঝা যায় এর ক্রেজ কাকে বলে। এরই নাম টি-২০ ক্রিকেট। যার আমেজে মাতোয়ারা নানা বয়সী। মহিলা, বিশেষ করে টিন-এজারদের মধ্যে তো এর চাহিদা এখন রীতিমতো প্যাশনের আকার নিয়েছে। যথারীতি ঢাক গুড়গুড় করে আইপিএলের উদ্বোধনও হয়ে থাকে। বলিউডের লাস্যময়ী নায়িকা থেকে শিল্পপতি কে না বাদ থাকে এই বর্ণাঢ্য আয়োজনে। বস্তুত আইপিএল বিনোদনের এমন একটা প্যাকেজ হয়ে উঠেছে যে মাঝেমধ্যে মনে হয় বলিউডের জমজমাট ছবির থেকে তা কোনও অংশে কম যাচ্ছে না। বিশেষ করে ক্রিকেটারদের নানা রকম রঙবাহারের ফ্যাশন, চুলের কাটিং এখন নবপ্রজন্মের কাছে রীতিমতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এদিক থেকে মেগাস্টার-সুপারস্টার নায়ক-নায়িকাদেরও টেক্কা দিয়ে যাচ্ছে আইপিএল। আট থেকে আশি সব ধরনের দর্শকের উপস্থিতিতে সরগরম পরিবেশও। এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একাদশ আইপিএলে আরও যে জিনিসটা ভরপুর হয়ে উঠেছে তা হল এমন আকর্ষক টুর্নামেন্ট বহুদিন দেখা যায় নি এদেশের মাটিতে।

গৌতম গম্ভীরের মতো প্রথমদিকে কার্তিকের নেতৃত্বাধীন কেকেআর দারুণ পারফরমেন্স মেলে ধরলেও যত টুর্নামেন্ট গড়াতে আরম্ভ করে ততই যেন পিছোতে থাকে নাইট ব্রিগেড। এমন কিছু ম্যাচে তাদের হার মানতে হয়েছে যে দেখে মনে হয়েছে দলের মধ্যে বোঝাপড়াটা ঠিক সেভাবে গড়ে ওঠেনি। বিশেষ করে নতুন অধিনায়কের দক্ষতা নিয়েও অনেক প্রশ্ন উঠতে আরম্ভ করেছিল। ঠিক সেই সময়ই দলের রাশ শক্ত করে ধরে ফেললেন দীনেশ কার্তিক। যার ফলে গতবারের একাদশ আইপিএলের তো বটেই টি-২০-র ইতিহাসের অন্যতম সেরা রান তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে কেকেআর। তারপর থেকে নাইটদের আর ব্রাত্য রাখা যাচ্ছে না। দুঃখের এটাই এমন সময় এই পারফরমেন্স মেলে ধরেন যখন চরম লড়াইয়ের মধ্যে চলে গিয়েছে প্রতিযোগিতা। কলকাতার ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলতে দেখা যাচ্ছে পঞ্জাব, রাজস্থান, বেঙ্গালুরু ও মুম্বইকে। শেষপর্যন্ত অবশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় নাইটদের যাবতীয় উদ্যোগ। তার জন্য অবশ্য দীনেশ কার্তিককে কোনওভাবেই ছোট করা যায় না।

গতবারের আইপিএলে আরও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল কয়েক বছরের নির্বাসন কাটিয়ে চেন্নাই সুপার কিংসের প্রত্যাবর্তন। অধিনায়ক হিসেবে আবারও মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রত্যাবর্তন নিঃসন্দেহে চার্জআপ করেছে দাক্ষিণাত্যের এই দলটিকে। শুধু তাই নয় ধোনির নেতৃত্বে ফের আইপিএল জিতে নিয়েছে চেন্নাই। সহ-অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার না থাকলেও একটুও ভেঙে পড়তে দেখা যায় নি হায়দরাবাদ সানরাইজার্সকে। শীর্ষে থেকে তারা চলে গিয়েছে সেমিতে। শিখর ধাওয়ানের ক্যাপ্টেনশিপে সানরাইজার্সের হয়ে নিজেকে মেলে ধরছেন ভারতীয় টেস্ট দলে নিজের জায়গা পাকা করা উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান সাহা।অন্যদিকে পাশের রাজ্য কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ধারে ভারে অনেকটা এগিয়ে থাকলেও ভারত অধিনায়ক কোহলিকে আবারও যথেষ্ট ম্রিয়মান লেগেছে ক্লাবের জার্সি গায়ে। মেসি যেমন ক্লাবের হয়ে দুর্ধর্ষ হলেও দেশের হয়ে ফ্লপ ঠিক তার উলটোটা হলেন বিরাট। তিনি আবার দেশের হয়ে সেরার সেরা হয়েও আইপিএলে সেভাবে সুবিধা করতে পারছেন না গত কয়েক বছর ধরেই। বেঙ্গালুরুও এবারে সেভাবে দাগ কাটতে ব্যর্থ হয়েছে। আইপিএল লাকটা বরং মহেন্দ্র সিং ধোনির অনেকটাই ভালো। একটা দল এতদিন নির্বাসনে থাকার পর ফিরে এল মূলস্রোতে। তার অধিনায়ক হিসেবে চমৎকারভাবে নিজেকে মেলে ধরেছেন ক্যাপ্টেন কুল।

দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসের আবার আইপিএল ভাগ্যটাই খারাপ। এতদিন হয়ে গেল তারা কিছুতেই আইপিএল জিততে পারে নি। চ্যাম্পিয়নস লাক থিওরি মেনে দিল্লি ডেয়ার ডেভিলসের অধিনায়ক হয়েছেন ঘরের ছেলে গৌতম গম্ভীর। রয়েছেন দুরন্ত ফর্মে থাকা পেসার মহম্মদ সামি।গতবারের লাস্ট বেঞ্চার দিল্লি ডেয়ার ডেভিলস তাই ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে। পঞ্জাব দলটি প্রথম দিকে ঠিকঠাক চললেও মালকিন প্রীতি জিন্টা বরং কোচ সহবাগের ইগোর লড়াই দলকে কেমন যেন গাড্ডায় ফেলে দিতে শুরু করেছে। সেদিক থেকে শাহরুখের ফ্র্যাঞ্চাইজি দল কেকেআর মানসিকতার দিক থেকে অনেকটাই চাঙ্গা থেকেছে। কখনই মনে হচ্ছে না ম্যানেজমেন্ট তাদের ওপর কিছু চাপিয়ে দিচ্ছে। এই মুক্ত মানসিকতা আরও ভালো খেলতে সাহায্য করছে কার্তিক বাহিনীকে।

খেলাধুলার উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর নামে টিম অভিষেক এর উদ্যোগে তৃণমূল কংগ্রেসের ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সুমন সাহুর উদ্যোগে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রামে।

রবিবার ক্রিকেট খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের ক্রীড়া দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ক্রিকেটার মনোজ তেওয়ারী, নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু, গোপবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডক্টর খগেন্দ্র নাথ মাহাতো, তৃণমূলের মুখপাত্র সুদীপ রাহা, ঝাড়গ্রাম জেলাপরিষদ এর সভাধিপতি মাধবী বিশ্বাস, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী চূড়ামনি মাহাতো, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি সুরজিত হাঁসদা, মনিকান্ত পৈড়া সহ আরও অন্যান্য নেতৃত্ব। ওই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় জয়ী ও বিজয়ী দলের অধিনায়কও খেলোয়াড়দের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার পর বলেন, রাজ্য সরকার খেলাধুলার উন্নয়নের বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জঙ্গলমহল এলাকায় ফুটবল ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় বেশকিছু প্রতিভাবান খেলোয়াড় ইতিমধ্যে উঠে এসেছে। আগামী দিনে জঙ্গলমহল থেকে আরো ভালো খেলোয়াড় শুধু রাজ্য নয় দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। তাই টিম অভিষেকের উদ্যোগে আয়োজিত সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ক্রিকেট কাপ-এর আয়োজন করায় তিনি আয়োজকদের ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান ১৭ ডিসেম্বর শুক্রবার ১৬টি দল নিয়ে ওই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। রবিবার সেই প্রতিযোগিতা ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ভলিবল প্রতিযোগিতা

অভীক মিত্র : বীরভূম জেলার প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগর ব্লকের লাউবেরিয়া বুথ যুব তৃণমূলের উদ্যোগে দিন রাতের ভলিবল

প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। ১৮ ডিসেম্বর খেলার উদ্বোধন করেন রাজনগর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুকুমার সাধু। চ্যাম্পিয়ন হয় মুগাথলি এবং রার্নাস হয়। রাজনগর ড্রামাটিক ক্লাব। শীতের রাতের খেলা দেখার জন্য দর্শক সংখ্যা ছিল চোখে পড়ার মতো।

বর্ষীয়ান সাংবাদিক চিরঞ্জীবকে নিয়ে ডকুমেন্টারি ফিল্ম

মলয় সুর : বিভিন্ন খেলা নিয়ে উন্মাদনা সকলেরই আছে। কিন্তু খেলা ঘিরে সম্পূর্ণ জীবন কাটিয়ে দেওয়া বিরল ঘটনা। শুধু কলকাতা মাঠে খেলা নয়। অলিম্পিকের মতো কেলার আসর ঘিরে প্রায় ৬০ বছর ধরে চর্চা করে যাচ্ছেন বর্ষীয়ান ক্রীড়া সাংবাদিক চিরঞ্জীব ওরফে চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস। এই ৮৩ বছর বয়সে খেলা প্রেমী মানুষ চিরঞ্জীবকে নিয়ে তরুণ উঠতি পরিচালক শুভাশিস ভট্টাচার্য একটি তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন। তাঁর প্রোডাকশন 'ব্ল্যাক মিরর ফিল্মস'। দেশ বিদেশের জগৎ ঘুরে নির্মিত হয়েছে 'Citius Altius Fortius' শীর্ষক ডকুমেন্টারি ফিল্ম। মঙ্গলবার শীতের সন্ধ্যায় স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্যচিত্রের আনুষ্ঠানিক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রথম কাজ শুরু করেন। সেখানে দিকপাল মতি নন্দীর মাঠে-ময়দান ডায়েরিতে নক্ষত্র ফুটবল প্রদীপ কুমার ব্যানার্জীকে নিয়ে মডেল লেখা করেন। বাঙালির অন্তপ্রাণ ফুটবল। বিধানচন্দ্র রায় থেকে ৮ জন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বহুবার তিনি অলিম্পিক কভার করেন। মোহনবাগানের ঘরের ছেলে সুব্রত ভট্টাচার্য অকপটে স্বীকার করেন তাঁর খেলার তিনি যেরকম সমালোচনা করতেন, আবার

সেরকম প্রশংসা করতেন। চিরঞ্জীবদার ভুলগুলো জন্য আমাদের অনেক কিছু কঠিন পরিশ্রম করে ভুলগুলো শুধরাতে হত। এরকম একটি ঘটনা, মোহন-ইষ্ট খেলায় সেই আমি আমি গোল করে তাঁর জবাব দিই। পরিচালক শুভাশিষ বেশ কয়েকটি ছবি প্রশংসাযোগ্য। এর মধ্যে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু, নটী বিনোদিনী, নবারুণ ভট্টাচার্য, পরিবেশদূষণ। চিরঞ্জীববাবুকে হুগলি রিপোর্টার্স ক্লাবের তরফে প্রদীপ দত্ত ও রবি সামন্ত মানপত্র দিয়ে সংবর্ধিত করেন। এছাড়া সোনারপুরের একনিষ্ঠ মোহনবাগান প্রেমী সৌম্যদীপ্ত দে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। সাই জিমন্যাস্টিক কোচ মীনারা বেগম ইন্ডিয়া জার্সি তাঁর হাতে তুলে দেন। এদিন মঞ্চে চাঁদের হাট বসেছিল অভিনেতা বিশ্বনাথ বসু, অ্যাথলেটিক্স কোচেস স্বপন রাহা, কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি মৃণাল চট্টোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার অতনু পাল প্রমুখরা।

ব্রিজ প্রতিযোগিতায় জয়ী ২ মেট্রো কর্মী

পিআইবি : কলকাতা মেট্রোর দুই কর্মী এবং আরও চারজন সম্প্রতি সংযুক্ত আরব আমিরশাহীকে হারিয়ে এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য ব্রিজ প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়েছেন। প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নয়ডায়। এই জয়ের ফলে ভারতীয় দল ২০২২-এর মার্চে ইতালিতে বিশ্ব ব্রিজ প্রতিযোগিতায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। মেট্রোর দুই কর্মী হলেন সুমিত মুখার্জী এবং দেবব্রত মজুমদার। মুখার্জী বর্তমানে ভারতীয় রেলের ব্রিজ দলের অধিনায়ক। তিনি ২০১৮-য় জাকার্তা এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জেতেন। এছাড়া, সুমিত এবং দেবব্রত একাধিক দেশি ও বিদেশি খেতাব জিতেছেন। মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার দুই খেলোয়াড়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং আসন্ন বিশ্ব ব্রিজ প্রতিযোগিতার জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তাঁর আশা এই দুই তরুণ আগামীদিনে দেশের পাশাপাশি ভারতীয় রেলের জন্য আরও সম্মান নিয়ে আসবেন।

বাটানগর মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবে রক্তদান শিবির

সমরেশ চক্রবর্তী : যখন রক্ত সঙ্কটে পড়েছে, ঠিক সেই সময় বাটানগর মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাব সাতদিনের মধ্যে হাজরা পিপলস ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় নুঙ্গি ছাত্র সংঘ ক্লাবে গত ১৯ ডিসেম্বর রবিবার ৬০ জন মানুষ রক্তদান করেন। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ফুটবলার কৃষ্ণেন্দু রায়, ফুটবলার প্রশিক্ষক সমীর ব্যানার্জী, মোহনবাগান কার্যকর্তা জয় কুণ্ডু প্রমুখ। ক্লাবের সভাপতি বলেন ২০২০ ও ২০২১ সালে লক ডাউন থাকাকালীন অবস্থায় বজবজ ইএসআই হসপিটালের কর্মচারী ও ভর্তি স্যানিটাইজার বিতরণ করেন। প্রতিদিন ৭০/৭৫ রাস্তার কুকুরদের রান্না করা খাবার দুচাকার সাহায্যে নুঙ্গিমোড়, নুঙ্গিবাজার, মল্লিক বাজার ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছাতেন। সন্দীপ মান্না, সন্দীপ মুখার্জী, জিৎ চক্রবর্তী, সুমিত বাগ, নিরঞ্জন নস্কর, অভিক দাস, রীতম বাগ সাইকেলে করে করোনা আক্রান্ত পরিবারদের প্রায় ১০০/১৫০ বাড়িতে দৈনিক নিত্য প্রয়োজনী জিনিস পৌঁছে দিতেন। ক্লাবের সম্পাদক নন্দন বেরা বলেন, ইয়ং বেঙ্গল বকুলের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের রাখী পূর্ণিমা-র দিনে বই, খাতা, পেন, পেনসিল, ব্যাগ বিতরণ করেন, এই বাটানগর মোহন বাগান ফ্যান্স ক্লাব কোনও সরকারী অনুদান সাহায্য পায় না। কোনও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রী অর্থের অভাবে স্কুলে ভর্তি হতে পারছে না। কোনও রোগী সরকারী/বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি হতে পারছে না, দাঁড়িয়ে থেকে টাকা দিয়ে ভর্তি করে দেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com